শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীরাসবিহারিমুখোপাধ্যায়প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

No 3, MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1881.

বিজ্ঞাপন।

আমার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের চিন্তা কখনও হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ১২৮১ সনের চৈত্র মাসে ঢাকার সুবিখ্যাত ডিপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া, স্বয়ং সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, ১২৮২ সনের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলাম। উপরি উক্ত দেশহিতৈষী মহাত্মার উৎসাহেই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রকৃত ঘটনা যত দূর স্মরণ ছিল, তাহাই এই সামান্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অন্য অন্য পুস্তকের ন্যায় ইহার পাঠ সুখকর হইবে না, এবং সে বিষয়ে যত্নও করি নাই। ভরসা এই যে, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুপ্রথা সমূহ বঙ্গবাসী প্রত্যেক হিন্দুর প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত আন্দোলিত হইতেছে। সুতরাং এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তক সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইতেছি না। দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এক বার পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল হইল মনে করিব।

শ্রীরাসবিহারী শর্ম্মা

১২৮৭ সাল, ২২শে ফাল্গুন। বিক্রমপুর তারপাশা।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত।

আমি ফুলিয়ার মুখুটী বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব, ৺ হরিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, ৺ কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র; পিতামহ মহোদয় বল্লালি ক্ষেত্রে তিন মুখোপাধ্যায়ের এক মুখোপাধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাকে অনুপনয়নকালে ছলক্রমে অপহরণ পূর্ব্বক সুবিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ, তাঁহার পুরোহিত ৺ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করাইয়া কুল ভঙ্গ করেন। আচার ব্যবহার গুণে ইনি ভঙ্গ কুলীন হইয়াও সমাজে অত্যন্ত সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকে ইঁহাকে ভঙ্গকুলীন বলিয়াও জানিতে পারেন নাই; কারণ ইনি সমাজে প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়দিগের বাটীতে বল্লালি কিংবা বৈদিকী ক্রিয়া কালে আহুত হইয়া নৈকষ্যের তুল্য সম্মানিত হইতেন। তাঁহার

সম্ভ্রম প্রভাবে আমরা অদ্যাপি সেইরূপ সুখ ও সম্মানের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছি। ফলতঃ ইনি অতিশয় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। উক্ত পিতামহ মহাশয় বিখ্যাত বিষ্ণুঠাকুর মহাশয়ের প্রপৌত্র। পিতামহ মহোদয় চরমাবস্থায় নয় বৎসর কাল তাপসের ন্যায় ৺ কাশী-ধামে বাস করিয়া তথায় দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং ভঙ্গ হইয়াও বহু বিবাহ করেন নাই; যদি ইচ্ছা করিতেন, উন্নত বংশজ মাত্রই সমাদর সহকারে ইঁহাকে কন্যা প্রদান করিতেন সন্দেহ নাই। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, বহুবিবাহ সর্ব্বথা ইঁহার অননুমোদিত ছিল। পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত বেলগরিয়া ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান, কিন্তু বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রামে মাতার মাতামহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া তথায় বাস করিতেন। তারপাশা, পূর্ব্বে অতি সম্ভ্রান্তগণের আবাস ভূমি ছিল। ভুলুয়া ও শ্যামপুর প্রভৃতি পরগণার ভূম্যধিকারিগণ এই স্থানের অধিবাসী; তদীয় বংশ পরম্পরা, অদ্যাপি মহাশয় বলিয়া

সমাজ মধ্যে বিখ্যাত আছেন। প্রসিদ্ধ আছে ৺রামদেব রায় মহাশয় হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের বিপুল ভূম্যধিকার ছিল। কালের গতিক্রমে তদীয় বংশধরগণ বিত্তচ্যুত হইয়াছেন। পুনর্ব্বার পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যত প্রধান প্রধান কুলীনগণ আসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই উক্ত রায় মহাশয়দিগের আনীত এবং তজ্জন্যই ইঁহাদিগের অসাধারণ সম্ভ্রম। আমি উক্ত রায় মহাশয়দিগের আশ্রিত থাকিয়া পৈতৃক ভদ্রাসনেই বাস করিতেছি; ৺পিতা ঠাকুর মহাশয়, আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন, দরিদ্রতাবশতঃ আমাকে অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি ৮টী বিবাহ করান! আমি বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়,

প্রতিকূলমতি, দেখিয়া প্রায় তিন শত টাকা ঋণ-ভার অর্পণ পূর্ব্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অথবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না যে ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরণ পোষণ করিতে পারি, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টী পরিণয় স্বীকার করিতে হইল, তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎকালের ভরণ পোষণের সংস্থান হইলে, আমি সাধারণরূপ যৎ-কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণে হুশেনসাহির জমীদারদিগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তহশীলদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার প্রতি ঊর্দ্ধপদস্থ ব্যক্তিগণের এবং প্রজা-দিগের সাতিশয় স্নেহ ছিল। এই সুযোগে বর্ষ মধ্যে ছয় মাস কাল অবকাশ গ্রহণ করিয়া শ্বশু-রালয় কিংবা নিজ বাটীতেই বাস করিতাম। বাল্য কাল হইতে আমার কিছু কিছু বাঙ্গালা পদ্য ও সংগীত রচনার অভ্যাস ছিল। আমি প্রথমতঃ রমণীরমণ-কাব্য নামে একখান বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক প্রণয়ন করি। কিন্তু অন্যূন দুই শত

টাকা না হইলে ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইতে পরে না বলিয়া পুস্তকের শিরোভাগে বিক্রমপুরস্থ কালীপাড়ার সুবিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের বিবরণ বর্ণনা করিলাম। তদ্দর্শনে উক্ত বাবু সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ২০০ দুই শত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। তদ্দ্বারা ঐ পুস্তকখান প্রাচীন প্রণালীতে মুদ্রিত হয়। তৎকালে বিক্রমপুরস্থ মাইজপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা জেলাস্থ স্কুল সমূহের ডিপুটি ইনিস্পেক্টর ছিলেন, আমি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ এক খণ্ড পুস্তক অর্পণ করিলে তিনি আমাকে বালক-দিগের সদুপদেশপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে আমি বিদ্যাবিধি নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করি; উহা অবিলম্বেই ঢাকা জেলার বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। এবং ঢাকা কালেজের সংস্কৃ-তাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ও উক্ত কালেজাধীন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে উহা পরিগণিত করেন। অনন্তর আমি শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করি; ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও উক্ত কালেজের ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইলে তাঁহারা সদয় হইয়া ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত কবি ৺ হরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে উহা সুন্দররূপে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। হরিশ বাবু কর্ত্তৃক উহা মুদ্রিত হইলে পর অতি সত্বরেই মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় সংগৃহীত হয় এবং অত্রত্য ডিপুটী ইনেস্পেক্টরগণ উহা বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত রাখেন।

এক দিবস আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এত দূর বিগলিতচিত্ত হইলাম যে, কোনমতেই অশ্রু-

বিসর্জ্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পাঠ সমাপ্তি মাত্রই আমি ঐ পুস্তকের সারাংশ অবলম্বন পূর্ব্বক, সীতার বনবাস নামধেয় একখান ক্ষুদ্র পদ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলাম। অনন্তর বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের ও প্রতিযোগী ব্যক্তিদিগের কুৎসিত নিয়ম এবং অসংখ্য স্ত্রীজাতির দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া আমি তাহার বিরুদ্ধবাদে দণ্ডায়মান হইলাম। এবং ১২৭৫ সনের বৈশাখ মাসে বল্লালিসংশোধিনী নামে কৌলিন্য সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতা, ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া এই কার্য্যে মনোনিবেশ করাতে আমাকে তহশীলদারি কার্য্যটীও পরিত্যাগ করিতে হয়। যখন আমি ঐ পুস্তকখান রেজেষ্টরি করিবার নিমিত্ত সব রেজেষ্টরের কাছারীতে উপস্থিত হইলাম, তখন অনেকেই আমার পুস্তক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি বলিয়া অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইল। কারণ অনেকেই আমাকে প্রধান বংশীয় কুলীন, এবং বহুবিবাহ আমার নিজ

ব্যবসায় বলিয়া জানিতেন। সুতরাং স্বকীয় ব্যবসায়ের প্রতিকূলতা দর্শনে সকলেই আমার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বিজ্ঞ লোক মাত্রকেই ঐ পুস্তকের এক এক খণ্ড বিতরণ করিলাম। অনন্তর বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয় ও বংশজ সমাজে উপস্থিত হইয়া ঐ পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন সমাজিক লোকেরা আমার মুখে এক অভিনব কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং তিরস্কার করিতেও ক্রটি করিলেন না। অধিক কি, যে সমস্ত লোকেরা আমাকে কৌলিন্য নিয়মে দেবতার ন্যায় মান্য করিতেন তাঁহারা আমাকে বসিবার নিমিত্তও সমাদর বা সম্ভাষণ করিলেন নাই। আমি তাহাতে দুঃখিত না হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সকলকেই এইমাত্র অনুরোধ করিয়াছিলাম, যে আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু অনেকেই ভৎর্সনা করিয়া

পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকে গ্রহণ করিয়াও পাঠ করিলেন নাই। কেহ বা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনার লিখিত বিষয় গুলি সকলই সত্য বটে, কিন্তু আপনার জ্ঞাতি ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ কি এই বক্তৃতায় বাধ্য হইবেন? কেবল আপনিই লোক সমাজে নিন্দনীয় হইবেন সন্দেহ নাই। আবার এইরূপও এক জনরব উঠিল যে আমার জ্ঞাতি ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ সুযোগ পাইবা মাত্র আমাকে হত্যা করিবেন। আমিও লজ্জা ও ভয়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শ্রোত্রিয়বংশজ সমাজান্তর্গত নানাস্থানে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলাম। নিজবাটীতে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী, দুইটী কন্যা ও একটী সহধর্ম্মিণী ছিল। আমার জ্ঞাতিগণ ও দুর্নিবার ঘটকগুলি বাটীতে আসিয়া যেরূপ ভর্ৎসনা, আস্ফালন ও বাগাড়ম্বর করিত, তাহাতে আমার পরিবারবর্গের এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে উহারা আমাকে পাইবামাত্র বধ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। তখন গমনাগমন বিষয়ে সাবধান করিবার

আশয়ে আমার সহধর্ম্মিণী, বালিকাদ্বয়সহ নিজ মাতুলালয় নাগরভাগ গ্রামে আসিয়াই আমার অন্বেষণে এক জন লোক পাঠাইয়া দেয়। ঐ লোক আমার নিকট আসিয়া এইরূপ সংবাদ জানাইল যে আপনাদের বাটীতে এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার ব্রাহ্মণী, নাগরভাগ আসিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র চলুন, তখন আমি অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নাগরভাগ যাইয়া সবিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। পত্নীর মাতুলগণ ও আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীও সবিশেষ অবগত হইয়া বলিলেন, যে যাবৎ আপনার শঙ্কা দূর না হয়, তাবৎ আপনি কোন ক্রমে বাটী যাইতে পাইবেন না, শ্রীমতীকেও এখানেই রাখিলাম আপনিও মধ্যে মধ্যে এস্থলে আসিবেন। আমি দুই দিবস মাত্র তথায় বাস করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা ইত্যাদি পুস্তকে যাহা কিছু উপার্জ্জিত হইত, তাহা আমি সময়ে সময়ে ভগিনী ঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দিতাম। তদ্দ্বারা তিনি নিজের ভরণ পোষণ ও পৈতৃক ক্রিয়া কর্ম্মের অংশ

দিয়া কোন প্রকারে কালযাপন করিতেন, আমি গ্রামে গ্রামে প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়বংশজদিগের বাটীতে বাটীতে কেবল সংকল্পসিদ্ধির মানসে কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবক সকলকেই বক্তৃতা দ্বারা সদুপদেশ দিয়া বেড়াইতাম। যৎকালে আমি সামাজিক প্রাচীন শ্রেণীস্থ লোকদিগের নিকট প্রথম উপস্থিত হইতাম, তৎকালে অনেকেই আমাকে নব্য সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করিতেন; কিন্তু আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং মনের ভাব জানিয়া ক্রমেই লোক সমাজ, আমার মতের অনুমোদন করিতে লাগিল। তখন সমাজ দ্বারা কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ মানসে একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত আমি সকলকে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু অনেক স্থানের শ্রোত্রিয় মহাশয়গণ বলিলেন, আমরা তারপাশার মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ আপনার জ্ঞাতিগণ ও বাঘিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়দিগকেই অত্যন্ত আশঙ্কা করি, আপনি একাকী যে কথা বলিতেছেন, আপনার জ্ঞাতিগণ এবং প্রতিযোগী

ব্যক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিবাদী। যদি সেই কুলমণ্ডলীর মধ্যস্থ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বাঘিয়া সমাজের ডিংসায়ী ও বটব্যালদিগের নাম স্বাক্ষর করাইতে পারেন, তবে আমরাও অবশ্যই স্বাক্ষর করিব। সকলেই এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন, আমিও ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রয়োজনীয় স্থানে প্রস্থান করিলাম। বাঘিয়া সমাজে ডিং-সায়ী এবং বটব্যালদিগেরই কর্ত্তৃত্ব। ডিংসায়ী মহাশয়গণ সাহাবাজনগর এবং মাগুরখণ্ড বটেশ্বর এই তিন গ্রামে বাস করেন। তন্মধ্যে সাহাবাজনগর ও মাগুর খণ্ডের ভট্টাচার্য্য মহা-শয়দিগেরই সমধিক সম্ভ্রম। যদিও শ্রোত্রিয় পদ মর্য্যাদা বিষয়ে ইঁহাদিগের প্রতিযোগী ব্যক্তির বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে, কিন্তু ফুলিয়া ও খরদহ মেলস্থ প্রধান প্রধান কুলীনগণ ইঁহাদের শিষ্য বলিয়া ইঁহারা সমাজে অদ্বিতীয় সম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন। সাহাবাজনগর গ্রামে শ্রীযুক্তেশ্বর কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তদীয় পিতৃব্য ভ্রাতা শ্রীযুক্তেশ্বর রাজমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ

বাস করেন, ইঁহারা সকলেই অতি জ্ঞানী ও সদ্বক্তা এবং সর্ব্বাংশে বিজ্ঞ, ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর মহাশয়ই জ্যেষ্ঠ, আমিও ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য; অতএব সংকল্পসিদ্ধির মানসে তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া তদীয় নিকেতনরূপ কাশীধামে উপস্থিত হইলাম। ভগবান আমাকে দর্শন করিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন সে দিবস আমার প্রতি তিনি শতগুণে প্রসন্ন হইয়াছেন। সুতরাং আমি আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলাম। আমি প্রণাম করিবামাত্র ভগবান আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, আমরা তোমার জন্য লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি আপনিই আসিয়াছ ইহা আমার বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আমি কারণজিজ্ঞাসু হইলে তিনি উত্তর করিলেন কৌলিন্য সম্বন্ধে তুমি যে সৎপ্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ তাহাতে আমাদের ডিংসায়ী এবং বটব্যাল শ্রেণীস্থ সকলেই যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে

তোমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি গুরুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম এবং আমার এইরূপ নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে যখন ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমার সংকল্পসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। আমি সানন্দে হাস্য করিয়া বলিলাম, এই মহৎ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। আপনি সহস্রারেও বাস করিতেছেন এবং হৃদ্‌পদ্মেও বাস করিতেছেন। আপনার ইচ্ছা না হইলে এ প্রস্তাব আমার হৃদয়ে উদিত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনি যেমন এদিকেও কর্ত্তা, তেমন সামাজিক বিষয়েও কর্ত্তা। আপনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা পত্রখান পাঠ করিয়া তাঁহার নিকট বলিলাম যে ইহাতে সামাজিকদিগের নাম স্বাক্ষর করাইবার মানসে প্রথমতঃ পুষিলাল ও মাশটড়ক মহাশয়দিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম; তাঁহারা বলিলেন, যদি বাঘিয়া সমাজের ডিংসায়ী এবং বটব্যাল দিগের

নাম স্বাক্ষর করাইতে পারেন, তবে আমরাও অবশ্যই স্বাক্ষর করিব। অতএব এখন আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করাই একান্ত প্রয়োজনীয়। গুরুদেব বলিলেন, তুমি কিছু কাল এস্থানে অপেক্ষা কর, তোমার যাহার প্রয়োজন হইবে, আমরা তাহাই করিব। তখন তিনি শ্রীযুক্তেশ্বর রাজমোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণকে আনাইয়া বলিলেন, তোমরা যে রাসবিহারীর জন্য লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবা মাত্র তাঁহারা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে “ অচিরে তোমার সংকল্প সিদ্ধি হউক ”। বাস্তবিক আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহারা যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং ঐ দিবসেই সাহাবাজনগর, মাগুরখণ্ড ও বটেশ্বর নিবাসী সমুদয় ডিংসায়ী এবং বটব্যাল মহাশয়দিগকে সংবাদ দিলেন। পর দিবস সকলে গুরুদেবের আলয়ে উপস্থিত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং দুর্নিবার ঘটক

কুলীনগুলির দৌরাত্ম্য হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অভয় প্রদান করিলেন। যাঁহারা অনুপস্থিত ছিলেন, প্রত্যে-কের বাটীতে যাইয়া তাঁহাদিগেরও নাম স্বাক্ষর করান হইল। ঐ সময় কালীপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র বাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তথায় সমুদয় ঘটক কুলীন উপস্থিত ছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত গোল-যোগ উপস্থিত করিলেন, কেহ বলিলেন, কুল-কুঠার রাসবিহারীর অস্থি চূর্ণ করিব, কেহ বলিলেন, উহার নাসা-কর্ণ ছেদন করিব, কেহ বলিলেন, উহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ঘোল ঢালিব। এইরূপ বাগাড়ম্বরের সময় আমি স্বাক্ষরিত কাগজ পত্রগুলি কক্ষদেশে লইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বাগ্‌যুদ্ধের মানসে বীরবেশে সভা-মধ্যে উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ বলিয়া সকলকে নমস্কার এবং বাবুদিগকেও যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক যথোচিত স্থানে আমি উপবেশন করিলে, বিপক্ষদল একবার সক্রোধ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই

আবার ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়দিগের মুখা-
বলোকন পূর্ব্বক অধোবদন হইলেন এবং
বহ্বাড়ম্বরকারী কুলাচার্য্য বর্গ নির্বাক্ রহিলেন।
এইরূপে সকলেই মৌনাবলম্বন করিলে এক জন
অন্য জনের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।
বাবুদিগের সমক্ষেও এ এক কৌতুকাবহ ব্যাপার
উপস্থিত হইল। এমন সময় আমার পিতৃব্য
ভ্রাতষ্পুত্র কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইঙ্গিত-
ক্রমে ব্রজচন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিলেন
যে তিনি আলাপ উত্থাপন করেন। তদনু-
সারে উক্ত বাবু হৃদয়ের ভাব গোপন এবং
বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যদিকে অবলোকন
করিয়া বলিলেন, রাসবিহারী খুড়া! তুমি যে
নিজ বংশাবলীর নিন্দা করিয়া দেশে দেশে
বেড়াও ইহার কারণ কি? যাহাতে মর্য্যাদার
ও জীবন রক্ষার হানি হইবে এমন কার্য্য করিয়া
আপনার জীবনের মূলে কে আপনি কুঠার
আঘাত করে? আমি উত্তর করিলাম, বাবু!
তুমি জমীদার, বিশেষতঃ আমাদিগের আশ্রয়।
ভাল, তুমিই বিচার করিয়া দেখ, আমিই সং-

কথা বলি, না ইঁহারাই উচিত কথা বলেন? অনন্তর তাঁহার উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই আমি মেলভঞ্জন সংক্রান্ত যে একটী বক্তৃতা হিন্দু-হিতৈষিণীতে মুদ্রিত করিয়াছিলাম তাহা এবং মৎপ্রণীত একখণ্ড কৌলীন্য-সংশোধিনী অর্পণ করিয়া বলিলাম, ইঁহারা ইহারই উত্তর করুন। যদি মহাত্মা ব্যক্তিদিগের বিচারে অকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া স্থির হয়, তবে আমি অবশ্য ক্ষান্ত হইব। পক্ষান্তরে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলে এই সৎকার্য্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইব বলিয়া সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তখন ব্রজচন্দ্র বাবু কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসবিহারী খুড়া, যখন বিচারপ্রার্থী আছেন, তখন আমরা ইঁহাকে অবিচারে কি করিতে পারি? ইনি যাহা লিখিয়াছেন, আপনারা তাহার উত্তর লিখুন। আমরা বিজ্ঞ মহাশয়গণ দ্বারা বিচার করাইব। তখন কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দম্ভ করিয়া বলিলেন, ইহার সহিত আমাদিগের কিসের বিচার? আমাদের বাইশ পুরুষ যাবৎ

যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহাই উত্তম। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কি এককালে নির্ব্বোধ ছিলেন ? আমি উত্তর করিলাম যে, বাবু ! এই কথাটীরই বিচার করা হউক। বাবাজী বলিলেন বাইশ পুরুষের প্রথা, যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই ক্ষান্ত হইব। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ, যে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য হইতে মেলের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সহিত কুল করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য হইতে আমার দশ পুরুষ হইয়াছে। অতএব গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের সন্তানের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সন্তানের আদান প্রদানে বাধা কি ? আর ইহাও আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক, যে কি হেতুই বা আদান প্রদান রহিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে কৌলীন্যমর্য্যাদাপন্ন কুলীনগণমধ্যে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী এবং বল্লভী প্রভৃতি ছত্রিশটী দলের উৎপত্তি হয়। আর সেই ছত্রিশ দলের লোকেরাই, ছত্রিশ জন সমাজচ্যুত অর্থাৎ দোষী ব্যক্তিদিগের সমন্বয় করেন। তাহাতেই দেবীবর ঘটক বলেন

" দোষাণাং মিলনং মেলঃ "। এই সূত্রেই ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি ছত্রিশটী মেলের উৎপত্তি হইল। আর প্রত্যেক দলই অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া আহারাদি ও আদান প্রদান রহিত করিয়াছিল। ক্রমে সেই সংস্কারের লাঘব প্রযুক্ত আহারাদির প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল সামাজিক লোকদিগের অবিবেচনায় পূর্ব্ববৎ আদান প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমরা যে অমূলক কথার আপত্তিতে ব্রাহ্মণ হইয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলিকে অদত্তা রাখিতেছি, স্বজনা, বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতেছি, আর এক এক ব্যক্তি শতাধিক পরিণয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যার পর নাই নিন্দিত হইতেছি, ইহা হইতে মূর্খতার কার্য্য আর কি হইতে পারে! আর পিতৃব্য মহাশয় ও ভ্রাতষ্পত্র কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলুন, আমাদিগের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ বহুবিবাহ করিয়াছিলেন? কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ৺ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অথবা পিতৃব্য মহা-

শয়ের পিতা ও আমার পিতামহ ৺ কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি যে সমাজে অদ্বিতীয় সম্ভ্রম লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি বহু বিবাহ করিয়া ছিলেন ? কেবল পিতৃব্য মহাশয় নিজে এক কুড়ি বিবাহ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও কতকগুলি বিবাহ করাইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই বিবাহসংখ্যার আতিশয্যে পিতামহ মহাশয় অপেক্ষা আমাদের সম্মানের কি কিছু আধিক্য হইয়াছে ? না সেই নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক উৎপত্তির কারণ হইয়াছে ? আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এই, যেমন দৃঢ়ব্রত ভগীরথ পতিত পাবনীর প্রবাহ চালিত করিয়া পূর্ব্বপুরুষ দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই-রূপ সামাজিক মহাত্মাদিগের দয়াতেই হউক অথবা গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেই হউক যদি সঙ্কল্পিত সংস্কার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তবে আমাদিগের দুষ্কৃতিজনিত দুর্ভোগ হইতে নিষ্কলঙ্ক পিতৃকুল যে উদ্ধার পাইবেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বরং ইহাতে ভগীরথ অপেক্ষাও আমার অধিক কৃতিত্ব লাভের আশা

আছে। ভগীরথ কেবল লোকান্তরিত পূর্ব্ব-পুরুষ দিগকেই স্বকর্ম্ম ভোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদিগের নিরপরাধ পূর্ব্বপুরুষগণের অপত্য-কৃত পাপের ভোগ হইতে মুক্তি এবং আমা-দিগেরও শতাধিক পরিণয় জনিত ঐহিক পাতিত্য হইতে উদ্ধার সাধন হইতে পারে। বাস্তবিক এই পাপকরী প্রথার সংশোধন হইলে যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলসাধন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ধনঞ্জয় নিজ বংশাবলীকে সমরাঙ্গনে সমবেত দেখিয়া এই-রূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিগণ নিহত হইলে তদীয় বিধবা পত্নীগণ হইতে সঙ্কর উৎ-পন্ন হইয়া আমাদের ঊর্দ্ধতন সহস্র পুরুষ নরক-পাতিত করিবে। যে সঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কায় পার্থ সমর পরিহার পূর্ব্বক রাজ্যের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা সামান্য দোষজনক নহে। অধিবিন্ন যাব-তীয় পত্নীগণের ধর্ম্মরক্ষার অসম্ভাবনা এবং এক পুরুষের লোকান্তর গমনে অসংখ্য রমণীগণের

বৈধব্য ঘটনা যখন সেই সঙ্কর উৎপত্তির কারণ তখন উহা সামান্য বিষয় বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। ইহা শ্রবণ মাত্র ব্রজচন্দ্র বাবু হা হা শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়! পাগলাকে ত কোন কথাতেই উপেক্ষা করা যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বাবু! আপনার এত যোগশাস্ত্র শুনিবার প্রয়োজন কি? আমাদের যে মন্ত্রণাটী স্থির হইয়াছে তাহা উহাকে বলুন। অনন্তর যে অভিপ্রায়ে বক্তাদিগের উচ্চতর কোলাহল রব, সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল, ব্রজচন্দ্র বাবুর মুখ হইতে তাহা বিনিঃসৃত হইল। তিনি বলিলেন রাসবিহারী খুড়া! আমরা শাস্ত্রযুক্তি বুঝি না। তুমি যদি আমাদের সকলের বিরুদ্ধমতে চল, তবে তোমাকে সমাজচ্যুত করিব। এ পর্য্যন্ত আমিও বাবুর এই কথাটীরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচের উদয় হইল না, বরং সাহসপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বলিলাম, দেখ বাবা! এটী

আমার সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় কথা। যদি আমার ন্যায় অপরাধী আরও দুই এক জন পাইতাম তবে কখনও তোমাদিগের সহিত আহারাদি করিতাম না। কিন্তু তাহা না পাওয়াতেই তোমাদিগের দেবীবরীয় কলুষিত সমাজে সংস্পৃষ্ট থাকিতে হইয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়েরা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রজচন্দ্র বাবুও কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিয়া আমাকে প্রবোধ দান পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ খুড়া! তোমাদের এই ব্যবসায় ব্যতীরেকে জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই, অতএব আমরা তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি এই চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হও। কেবল আমরাই অনুরোধ করিতেছি এরূপ নহে, ঐ দেখ তোমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও ভ্রাতষ্পুত্র কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সকলেই অনুরোধ করিতেছেন। আমি উত্তর করিলাম, দেখ বাবা! আমি যাহাদিগের অনুরোধে বাধ্য আছি, তাহাতে কি ক্ষুদ্রানুরোধে বাধ্য হইয়া এই মহৎ কার্য্য হইতে

ক্ষান্ত থাকিতে পারি? বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জ্ঞাতিগণের এবং আমাদের অনুরোধ অপেক্ষা কাহার অনুরোধ প্রবল হইল? আমি উত্তর করিলাম যে শাস্ত্রকে মান্য করিয়া আমরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছি, যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেছি, যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতেছি এবং যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া অশীতিবর্ষবয়স্ক বৈদ্য কায়স্থেরা আমাদের দশমবর্ষীয় বালকের চরণামৃত ও পদরজ শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন, যদি সেই শাস্ত্র সত্য হয়, তবে যে আমাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃদেবেরা এই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। পিতৃব্য মহাশয় এবং কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে ইহলোকে শত্রু বোধ করিতে পারেন, কিন্তু লোকান্তর গমন করিলে যে মিত্র বলিয়া আলি-ঙ্গন করিবেন, তাহাতেও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। অতএব আমি যখন এই মহৎ কার্য্যে

জীবন পণ করিয়াছি, তখন কি তোমাদের ক্ষুদ্রানুরোধের বাধ্য হইয়া এই মহতী চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকিব? এই কথা বলিবা মাত্র আমার বিপক্ষ ঘটক কুলীন বর্গের মুখ মলিন হইল, আমার পক্ষাবলম্বী ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়েরা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন, আমিও ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রস্থান করিলাম। তৎপরে আমি বিক্রমপুরস্থ প্রায় সমুদায় শ্রোত্রিয় বংশজ এবং মহাত্মা কুলীনদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া, তৎসমুদায় ক্রমে হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম, ঐ সময়ে মহামতি লণ্ সাহেব মহোদয় আমার এই মহান্ প্রস্তাবের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিক্রমপুরস্থ কুণ্ডবাবুদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার আগমনের কারণ জানাইলেন এবং বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিতগণের সহিত আমাকে আনয়ন পূর্ব্বক একটী সভা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে কুণ্ড বাবুগণ সভার দিন অবধারণ করিয়া পণ্ডিত বর্গকে আহ্বান করিলেন এবং

সাহেব মহোদয়ের আগমনের কারণ জানাইয়া আমার নিকটও আহ্বানপত্র পাঠাইয়া দিলেন। আর ঐ পত্রে ইহাও লিখিত ছিল যে, আপনার প্রণীত কয়েক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ ও আপনার কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করার নিমিত্তই সাহেব মহোদয় অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি উক্তপত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক সমভিব্যাহারে কুণ্ডবাবু-দিগের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিতগণও তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইল। পাদ্রি সাহেব আমার শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা, পদ্যময় সীতার বনবাস এবং বল্লালি সংশোধিনী পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আর কৌলিন্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এবং আমি প্রধান বংশীয় কুলীন ও চতুর্দ্দশটী বিবাহ করি-য়াছি, ইহা অবগত হইয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাদ্রি সাহেব এবিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করাতে চতুর-চূড়ামণিরা এক মাস মধ্যে সাহেবকে তাহা

জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সাহেবও আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ করিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। লর্ড সাহেবের আগমনের সংবাদ জানিয়া আমার অভীষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে সামাজিক লোকদিগের হৃদয়ে একটী আশার সঞ্চার হইল। বিপক্ষদল আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক পাতি উত্থাপন করিয়া স্বার্থপর ঘটক কুলীন গুলির নাম স্বাক্ষর করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং বিক্রমপুরের অনেকানেক পণ্ডিতেরাও দুর্নিবার ঘটক কুলীন গুলিকে শঙ্কা করিয়া ঐ অবৈধ পাতিতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। যখন শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নাম স্বাক্ষর করিলেন, তখন আমি বলিলাম, আপনারা যে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করত কতিপয় নরাধমের আশঙ্কায় এই হিন্দু সমাজকে তুচ্ছ করিলেন, ইহা কি ভবাদৃশ ব্যক্তিবর্গের উচিত

কার্য্য হইয়াছে; তখন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালী-কান্ত শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, আপনি একাকী একটী কথা বলিতেছেন, কিন্তু আপনার জ্ঞাতিবর্গ এবং প্রতিযোগী ব্যক্তি প্রভৃতি সকলেই উক্ত প্রস্তাবে অসম্মত। কিন্তু যখন ইঁহারা আমাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিবেন, তখন কি, আপনি একাকী রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন? আমি উত্তর করিলাম, আপনারা ধর্ম্মরক্ষা করিলে, ধর্ম্মই আপনাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক আপনারা অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন যে, এই নরাধম গুলি ভিন্ন, অন্য কেহ সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম কি না? এই বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম। আমার মতের পোষকতার্থে প্রথমতঃ হিন্দুহিতৈষিণী, তৎপর ঢাকাপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ লেখনী ধারণ করিয়া, যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে তিরোহিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্বীয় স্বীয় পাঠকবর্গকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু

সামাজিক দোষ বিশেষ বলিয়া অনেকে সমাজ দ্বারাই ইহার সংশোধনের যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, এই মহৎকার্য্য সমাজ দ্বারা কখনও সংসাধিত হইতে পারে না। কারণ সামাজিক শক্তির আধার স্বরূপ কোন কর্ত্তা আমাদের সমাজে নাই। সুতরাং কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হইতে পারে না। এরূপ মতভেদ সময়ে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ প্রোক্ত কার্য্য সম্পাদন মানসে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন করিয়া, নানা দেশীয় মহোদয়গণের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমিও প্রোক্ত সভা সকলে বারংবার উপস্থিত হইয়া কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা সভ্য গণের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলাম এবং বারংবার কলিকাতা মহানগরীতে গমন করিয়া এবিষয়ের প্রস্তাব করাতে তত্রত্য স্বমতাবলম্বী প্রধান প্রধান মহাত্মাগণও উৎসাহিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভার সভ্য মহোদয়গণও প্রথমতঃ সমাজ শাসন দ্বারা

সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপরে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা স্থির করিয়া আবেদনের পাণ্ডুলিপি উক্ত সভার মাসিক কাগজে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আমাদের স্বপক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট দুই তিন খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রাণপণে অগ্রসর হইলেন। এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল ভাব জানিয়া, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আবেদন পত্রে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম স্বাক্ষর করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিদেশানুসারে ঢাকা ও বিক্রমপুর হইতে বহুসংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং প্রধান প্রধান বৈদ্য কায়স্থ মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইলাম। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ কুলীনকন্যাগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা সিয়ার আলি দ্বারা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেওর অকাল মৃত্যু হওয়াতেই

আমাদের সকলের উদ্যোগ চেষ্টা স্থগিত থাকিল।

তখন আমার অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে রাজ-শাসনে নানা বিঘ্ন দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার সমাজ শাসনের নিমিত্ত অত্যন্ত পর্য্যটন ও পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ আমি ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল ও পর্য্যায় ভঞ্জনবিষয়ে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি সমুদয় কুলীনগণের সম্মতি লইলাম। আর আমাদিগের এই রূপ মন্ত্রণা স্থির হইল যে, ভঙ্গাবস্থার প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তি মেল পর্য্যায় ভঞ্জন করিয়া আদান প্রদান করেন। এবং সমাজস্থ মহোদয়গণ ঐ কার্য্য উপলক্ষে একটী মহতী সভার আহ্বান পূর্ব্বক যাহাতে ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীনগণ সুপ্রণালী বদ্ধ হইয়া একাধিক পরিণয় কি স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকেন, তাহার সদুপায় বিধান করেন। কিন্তু অন্যূন ৫০০০৲ টাকা না হইলে কোন মতেই উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অথচ কর্ম্মকর্ত্তৃগণও

তাদৃশ ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, সুতরাং তদর্থ কালীপাড়ার জমীদারগণ সমীপে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম যে আপনারা আমাদের এই মহৎকার্য্য সম্পাদনার্থ সভা সংস্থাপন করিয়া সাহায্য করুন। আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু কোন কথাতেই উক্ত জমীদারগণ সম্মত হইলেন না। তৎপরে আমি ঢাকা নগরীতে গমন করিয়া ১২৮০ সনের ৩৪ সংখ্যক হিন্দু-হিতৈষিণী পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রেরিত পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়! পূর্ব্ব বাঙ্গালার কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে ভঙ্গকুলীনদিগের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ আনা আর বহুবিবাহ ইঁহাদেরই ব্যবসায়। ইঁহারা এক এক জনে শতাধিক পরিণয় করিয়া থাকেন, তদ্দাতিকে ইঁহাদের কন্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল কন্যা গুলিকে মেল পর্য্যায়ের অনু-রোধে যার পর নাই দুরবস্থা সহ্য করিতে হয়।

এখন আমি ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল পর্য্যায় নানা অনিষ্টের কারণ বলিয়া ফুলিয়া ও খড়দহ এবং সর্ব্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি মেলস্থ সমুদয় কুলীনগণের হৃদ্বোধ জন্মাইয়াছি। ভঙ্গকুলীন-দিগের মেলপর্য্যায়ভঞ্জনে কাহারও কোন আপত্তি নাই। বিক্রমপুরের অনেকানেক প্রাচীন শ্রেণীর প্রধান প্রধান ভঙ্গকুলীন মহা-শয়েরা মেলপর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কালী-পাড়ার জমীদারদিগকে একটী সভা করার অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত বাবুগণ যদি পূর্ব্ববাঙ্গলার ঘটক, কুলীন এবং বংশজগণকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করেন, আর ব্রাহ্মণ জমীদারগণ সকলেই ঐ সভায় যোগ দান করেন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ভঙ্গ কুলীনদিগের মেলপর্য্যায়ভঞ্জন হইয়া অনেক গুলি কুলীন কন্যার দুরবস্থা দূর হইতে পারে।

উপসংহার কালে সামাজিক মহাত্মাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে যাহাতে কালীপাড়ায়

একটী সভা হয় এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণও ঐ সভায় যোগ দান করিয়া এইসৎকার্য্য সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হন, এ বিষয়ে সকলেই অনুরোধ করেন। শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিক্রমপুর—তারপাশা।—

উল্লিখিত প্রেরিত পত্রানুসারে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক বাবুও কালীপাড়ার জমীদারগণকে একটী সভা করার জন্য এবং অন্যান্য জমীদার মহোদয়দিগকে ঐ সভায় যোগ প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সাহায্য করণার্থ স্বকীয় পত্রিকায় বিশেষ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই উক্ত জমীদারগণের চৈতন্য হইল না। অনন্তর আমি চন্দ্রপ্রতাপ, ভাওয়াল, ধানকোড়া, মড়াপাড়ার জমীদারগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া আমাদের ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তাঁহারাও অনেকেই কিছু কিছু সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তৎপরে আমি বিক্রমপুর হিতসাধিনী-সভায় উপস্থিত হইয়া, এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, সভাও আমার পরোক্ষে সহায়তাতে

সম্মত হইয়া যে সকল জমীদারগণ চাঁদা প্রদানে সম্মত ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট এই বিবরণে পত্র লিখিলেন যে আপনারা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত বিষয়ের অঙ্গীকৃত টাকা এই সভায় প্রদান করুন ; সভার বিশ্বাস-মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। যদি কোন কারণে কার্য্য সম্পাদন না হয়, তবে আপনাদের টাকা ফেরত পাইবেন। আপনাদের টাকার দায়ী সভা থাকিলেন। কিন্তু চাঁদাদাতৃ ব্যক্তিগণ চাঁদার টাকা প্রদান করা দূরে থাকুক, সভাকে পত্রোত্তরেও বঞ্চিত করিলেন।

যে সকল কুলীন মহাশয়েরা মেল, পর্য্যায়-ভঙ্গ করিয়া আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত এ অপেক্ষায় থাকিয়া, তৎপরে অনেকেই বর্ত্তমান প্রণালীতে কার্য্য করিলেন। অনেকে আদান প্রদান স্থগিত রাখিয়া অনবরত জগদীশ্বর সমীপে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমিও একেবারে নিঃ-সহায় হইয়া নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে বিক্রম-

পুরের প্রায় সমুদয় বংশজদিগের নাম স্বাক্ষর করাইলাম।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

ভঙ্গকুলীনদিগের মেল ও পর্য্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা বংশজগণ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভঙ্গকুলীন মহাশয়েরা মেল পর্য্যায় ভঞ্জন করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিলে, আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানি জ্ঞান করিব না; কারণ অদ্যাপিও আমরা কৌলিন্যগ্রন্থে স্পষ্ট জানিতেছি যে ইহা দেবীবরের কৃত নানা অধর্ম্মকর আধুনিক প্রথা। সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে কুলীনদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদার হানি কোন মতেই হয় না। অতএব আমরা ইহাতে যার পর নাই সন্তোষের সহিত সম্মত আছি। আর যাঁহারা এই নিয়মে আদান প্রদান করিবেন তৎসন্তানদিগের নিকট আমরা চিরপ্রচলিত প্রথা মতে গণ পণ দিয়া কন্যা প্রদান করিব।

আমাদের পূর্ব্ববৎ পরস্পর আদান প্রদান না থাকাতে বংশাভাব এবং অনেকে বিজাতিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতি মান নাশ করিতেছেন। তৎপ্রযুক্ত আমরা বিধান করিতেছি যে আমাদের তুল্য প্রতিযোগি মতে আদান প্রদান করিলে কাহারও কোন মানের হানি হইবে না।

আমরা মন্বাদি শাস্ত্র মতে অর্থাৎ বন্ধ্যাদি কারণ ভিন্ন কৃতদার পাত্রে কন্যা প্রদান করিব না। সকলেই উপরোক্ত বিবরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পত্রিকায় নাম স্বাক্ষর করিলাম। অনন্তর আমি বিক্রমপুরস্থ প্রধান প্রধান বংশজ ও নিম্ন কুলীনদিগের নাম স্বাক্ষর সম্বলিত উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হিন্দুহিতৈষিণী ও ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম এবং ১২৮২ সনের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে পাঁচ পুরুষ ভঙ্গ কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানে আমার একটী কন্যা প্রদান করাতে অনেকানেক প্রধান প্রধান ভঙ্গ কুলীন মহোদয়গণেরা পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া আদান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ঢাকা-

নিবাসী আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ একত্র হইয়া বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিবিধপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রস্তাবে ও ব্রজসুন্দর বাবুর পোষকতা ক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে বর্ত্তমান কৌলীন্য কুপ্রথা বিষয়ক কয়েকটী সঙ্গীত আবশ্যক। আমি তদনুসারে তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কেম্বল সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপাত্মক নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিলাম।

দাসরথীর সুর—তাল ঠেস্ কাওয়ালী।

কেম্বল! কেন তোমার হল এমন উল্ট মত।
এ ভারত রসাতলের পথ (নাকি) সেখানেতে
শপথ কর, এখানে তার কি পথ কর, কেবল
পথকর, আর কর, সে পথকরের পথ।

নূতন নিয়ম তোমার সকল নূতন মত,

নাহি মান কার কথা, বল নূতন নূতন কথা, হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ; আসল পথে নাইকো তোমার কিছুই মত, (দেখ) বিদ্যাসাগর বিচার করে, রাসবিহারী ঘুরে মরে, আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ?

আমরা কি আর মহারাণীর প্রজা নই, মেয়ের প্রজা হয়ে মেয়ে, এত দুঃখের বোঝা বই, কৈ কৈ করুণাময়ীর কৃপা কই, হল মোদের দুঃখের কাহিনীতে কত বই, (সে সব) বই গুলিকে পরে দেখ, না হয় পার্লিমেণ্টে লেখ, দেখ দেখ আমাদের নাই কোন পথ।

আমার এই সঙ্গীতটী রচনার পর ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিলেন।

অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের উক্তি।

জীব সাজ সমরে, এই গানের সুর।

মনোদুঃখ কব কায়, দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়। পিতা কপাল দোষে কাপা-

লিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়, আজন্ম পালিয়ে এ সব কুলমেয়ে বলি দিবে কুলময়ীর পায় ॥

আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি, না দেখি সুহৃদ্ এ ভুবনে, কঠিন পিতা মাতা তায়, স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দুজনে (কেবল) ভ্রাতৃ জায়াগণের দাস্যবৃত্তি কোরে পোড়া উদর পোষি আজীবন ভোরে, আছি ভ্রাতার আলয়ে ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়।

সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে, পাপিনী জেনেছে বিধাতায় (তাতে) পাপ ভেবে চিতে, পাপীনীদের হাতে, দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়। (হায়) মোদের যে যমপতি, সবার করে গতি, চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী, বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমঘরে (নিতে) বারণ করে যম রাজায়।

ঢাকা বনগ্রামনিবাসী শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গানটী রচনা করিলেন।

মহারাণীর প্রতি কুলিন কন্যাগণের উক্তি।

করিব সজনী আমি প্রেমের প্রতিমা নির্ম্মাণ, এই সুর।

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন। (রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন। কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাই না গোলা বরিষণ (একটু) আইন অসি খরষাণ কর গো অর্পণ, বিদ্যাসাগর সেনাপতি, (মোদের) রাসবিহারী হবে রথী, মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন॥

ঘটক কটক সবে, অসি ভয়ে মৌন রবে, কুমন্ত্রণার শেষ হবে পালাবে তখন, দেবীবরে বেন্ধে করে, মেল দুর্গভেদ কোরে (কুইন) ভিক্টোরিয়া জয় স্বরে ভারতে হবে ঘোষণ।

এই তিনটী গানই ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটী অতি অল্প কাল মধ্যেই নানা স্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক বাবু যাহাতে সামাজিক লোক সকল লজ্জিত হয় এরূপ আরও কয়েকটী গান রচনা করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পত্রিকায় অনুরোধ করেন। তৎপরে আমি নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি রচনা করিলাম।

রামপ্রসাদী সুর তাল খএরা।

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে। কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে। অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে, (এপাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো সাধ্য কি কে কারে বলে।

জমীদার ধনিগণ আছে দুষ্ট লোকের কর-তলে। (দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্ন কষ্ট, মতির হার বানরের গলে।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে, (তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কু-কাজ তলে তলে।

রাসবিহারী কয় মাটি ফাট, আমি যাব তোমার তলে, (তখন) ধরণী কয় কিরূপ ফাটি গলিত তোমার নয়ন জলে।

অনূঢ়া কুলীনকন্যাগণের উক্তি।

রাঃ বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

অসার সংসারে সুখ কি আছে আমার নিরাশ্রয়ে ভেসে ফিরি বিনে কর্ণধার।

পতি পুত্র নাহি হেরি, কি আশায় জীবন ধরি, শঙ্খ সিন্দূর নাহি পরি, জন্মে একবার।

বৃথা সংসারে আসিয়ে, অনাথা কুলীনের মেয়ে, কত না যাতনা পেয়ে, বহি দেহভার। পর-পানে চেয়ে থাকি, পরান্নে পরাণ রাখি, যেমন পিঞ্জরের পাখী, ভোগি কারাগার। পিতা ভ্রাতা কুলে মজা, আজীবন করে সাজা, ধনী কি পণ্ডিত রাজা, কেহ নয় আমার, না হই কারো আদরিণী, যেন কত কাঙ্গালিনী, কালের তরে কাল গণি, কত বাকি তার।

ঐ উক্তি। কেন গো কালী লেংটা ফির এই সুর।

আশা নাই যে হবে বিয়ে, আমি নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে। বরের ঘরের মেয়ে আমি, (আমায়) যমের ঘরে দিবে বিয়ে, আমি কুলী-নের দৌহিত্রী বলে, ভবে এলেম বিয়ে খেয়ে। পিতা ভ্রাতার হাত বেন্দেছে মেলাদি শৃঙ্খল দিয়ে (আমরা) দিবানিশি জ্বলে মরি দেবীবরের মাথা খেয়ে।

বহু বিবাহকারীর স্ত্রীগণের উক্তি মহারাণীর প্রতি ঐ সুর।

রাণি গো আমরা নালিশ করি, এত অবি-চার তো সৈতে নারি, পিতা প্রতিবাদী হয়ে

রাখ্‌লে ঘরে কয়েদ করি, (মোদের) পতিধনকে লুটে নিলে সতিনীরা চোদ্দবুড়ি।

স্বামী সব আসামী হয়ে, মনাগুণে মারে পুড়ি, (তারা) পলায়ে পলায়ে ফিরে, যুগান্তে ধরিতে নারি। তোমার কাছে মাগ ওদের গ্রেপ্তারি প্রার্থনা করি, (মোদের) উকীল আছেন বিদ্যাসার, মোক্তারীতে রাসবিহারী।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

শিশুবরের প্রতি বৃদ্ধা কন্যার উক্তি।

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে। শিশু বরের পাশে, কোন্ বা রসে ঘোমটা দিব পাকা চুলে॥ গায়ে দিয়ে নামাবলি, গাই শিব নামাবলি, নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে, ভাল ফল্ল কল বল্লালিতে মিল্ল বর এক কচ্‌মা ছেলে।

হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে, কেমনে ঘুর্‌ব আমি কলা তলে, (ওবে) বলব বা কি বলবে বা কি, বলবে বা কি এয়ো-কুলে।

আমার এ অন্তঃকালে, ওর শুভ দৃষ্টি হলে, ছেলেটী ডর্‌বে এ চাঁদ মুখ দেখিলে, নিয়ে দুগ্ধের বর, কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুর মা বলে।

বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকাকন্যার উক্তি। ঐ সুর।

যাই লো সই ঐ অসুরে বরে হেরে ডরে মরে। দিলে কাশটা সে আকাশটা ফাটে কাঁপে লাঠীর বাসটা ধরে।

সাজায়ে পাটকাপরে, আট্‌কায়ে মুকুক শিরে, বল্লে মায় দেখিস্ বরে নয়ন ভোরে, দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাট্ কোরে।

মোট্‌কা সব ঘট্‌কা এসে, শুনালে চোট্‌কা ভাসে, বুড়টা ঠোঁট কাপায়ে হাস্য করে, আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মন্ত্র কৈতে দন্ত নড়ে।

বিমাতা ভ্রাতার নিকট বিবাহিতা কুলীন মেয়ের উক্তি।

ঐ সুর।

দিদি লো কোন্ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে। দিলেম্ যৌবন রতন, কাকের মতন, বুড় মামার গলে তুলে। বাতাসে হেলে

পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে, করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে, এমন অস্থিসারা আধা মরা, দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে।

যে আমায় বাছা বলে, স্নেহে নিয়েছে কোলে, তার কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বোলে, এমন মেল বেন্ধেছে যে দেবীবর খেঙ্গরা মারি তার কপালে।

ঐ সুর। অবৈধ বিবাহকারীর উক্তি।

ব্রজেতে পঞ্চভাবে পঞ্চজনে ছিলেন হরি। তুমি দেবীবরের বরে আমার পঞ্চ রসে এক নাগরী। বিমাতার ভাইঝি ছিলে, বোন হয়ে নারী হলে, তায় আবার সুতের শ্যালী লো ঝিয়ারী, তুমি সহোদরার সতিন মেয়ে ভাগ্নি তবু প্রাণেশ্বরী।

এ রসে কি ছার হরি, গোকুলের রাস-বিহারী তায় অরি কালীয় নাগ রাসবিহারী, (ঐরসে) বোকা বামন বিদ্যাসাগর কংশের অধিক হল অরি।

বাউলে সুর।

ভাল এক মল্ল যুদ্ধ চল্ল রে বল্লালি দলে।

ওসব শ্বশুর বাড়ীর অসুর গণের কসুর নাই কো দলে বলে।

যুগল রে ফুলে দলে, (দেখ রে) চক্ষু মেলি খড়্গ মেলে, খলেরা খল্লা খেলে বল্লালিতে সল্লা চালে, (ঝটে) কাছটা বাঁন্ধিয়ে ছোটে জন চারি লোক ড—ন—ম—হ—লে।

কুললক্ষ্মী দেবীর বরে, যাদের বর দিয়াছে দেবীবরে, কাঁপায়ে ভারত ভরে খেপিল সে বীর সকলে, (মোদের) রাসবিহারী জিদ করেছে জিতবে সে যে অন্তঃ—কা—লে।

তিলেক দাড়া ওরে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি
এই গানের সুর। যমবরা কুলীন কুমারী গণের উক্তি।

বারেক দেখ রে শমন তোমার এসব পত্নী-গণে কে আর তত্ত্ব নিবে (শমন রে) তুমি বিনে দুঃখিনীদের ত্রিভুবনে।

ঘুমায়ে রৈল রে পিতা, দারুণ কুল মদ পানে (দেখ রে অরে শমন রে) মোদের ভ্রাতৃ-গণে নেয় না খপর দেবীবরের যুক্তি শুনে, তোমা হেন পতি পেয়ে দাসী হয়ে রলেম কেনে, (কি পাপে ওরে শমন রে) তুমি

জগজ্জনের কর তালাস, পত্নী বলে নাই কি মনে।

মা মা বলে আর ডাক্‌ব না এই গানের সুর।

অনূঢ়া কন্যার উক্তি।

পিতার গৃহ হাজত খানায়। আছি হাজির দায়মাল কয়েদীর প্রায়।

দেবীবরের কিবা বিচারের বাখান, সে যে বিনা দোষে কল্লে দায়রাতে চালান, সমাজ জুরি হয়ে, প্রমাণ না লয়ে, যাবজ্জীবন কারা-বাসেতে পাঠায়। পিতা জেলখানাতে পেলে দারগগিরি, ভ্রাতা নিদারুণ দ্বারেতে প্রহরি, (সদা) শাসে দেবীবর, মরা মেজেষ্টর, (আবার) পুলিষ হয়ে ঘটক ঘুরিয়ে বেড়ায়।

(নাতিন) আর কবে কি হবে, আমি মরি তোর ভাবনা ভেবে এই গানের সুর।

অনূঢ়া কন্যার উক্তি।

আমায় ছুঁস না লো বোন তোরা, আমি কুলীন মেয়ে জগৎছাড়া, এয়োকুলের অতীত হয়ে, (আমি) আছি কুলের পতিত মেয়ে তোরা যালো কুল লয়ে, আমি থাকি ধারে খাড়া।

সধবা বিধবা দলে, নই লো আমি কোন কালে, অশুভ হয় আমি ছুঁলে, এয়ো কাজের কুল সরা। তোরা যা বোন আমি থাকি, বরণ কুলো নেল দেখি, তোদের সুখে আমি সুখী আমি তোদের দলের ছাড়া; এমন দিন কি বিধি দিবে, সবে মোরে সাথে নিবে, রাস-বিহারীর কথা রবে, কিসে হবে (আমাদের যে) কপাল পোড়া।

পারব না রাজসভায় যেতে এই গানের সুর।

মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনূঢ়া কন্যার উক্তি।

কার পানে বা চাব পিতঃ এ দুঃখিনী কুল মেয়ে, কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি, রেখে যাও হে কার আশ্রয়ে।

ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে জায়ার অনুগত, (আর) দাসী হয়ে রব কত, ভ্রাতৃ-বধূর মুখ চেয়ে।

অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে, শেষে পিতঃ কার করে, যাও হে তারে সমর্পিয়ে।

চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষে ছিলে

মোরে (এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুঃখিনীরে ভাসাইয়ে।

বেলা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন এই সুর।

মহারাণীর প্রতি কুলীন কন্যার উক্তি।

অকুল কূল পাথারে ভাসিতেছি কুলনারী।
নিরাশ্রয়ে ডুবে মরি, ধর গো ভারতেশ্বরী।
(মোদের) যতবা দুখের কাহিনি, (কেবল) প্রাণে জানে আমরা জানি, দুঃখের ভাগি নয় জননী, পিতা দিলেন জলে ছাড়ি।
(মোরা) অবলা দুর্ব্বলা অতি, সাঁতারিতে নাই শকতি, চেয়ে মা গো তোমার প্রতি হস্ত পদ দিলেম ছাড়ি।

ঐ সুর।

কে গো তুমি কাঙ্গালিনী অনাথিনী কুলমেয়ে। নেত্রবারি গাত্রে কেন পড়িতেছে ধারা বয়ে।
জল্লাদ পিতা ধারে খাড়া, ধরিয়ে ধারাল খাঁড়া, কাঁপাইয়ে নয়ন তারা, আছ তাঁর মুখ চেয়ে।

ভ্রাতা শত্রু অবিচারে, পদাঘাত করে শিরে' কাঙ্গালিনী অন্নের তরে, পড়িয়াছ তারিপায়ে।

কবরী পড়েছে খসে, কি ভাবে কি ভাব বশে, কেন গো মলিনা বেশে, রূপে সরো-জিনী হয়ে।

অশ্রু পড়ে শত ধারে, সিন্দূর নাহিক শিরে, মুখে বাক্য নাহি সরে, দুঃখে জ্বর জ্বর হিয়ে।

ঐ স্বর।

কুলীন তনয়াগণের উক্তি।

(হায়) কি বিপদ্সাগর মোদের বিদ্যাসাগর কাতর হল।

হারে নিদারুণ বিধি আর বা কি বাকি রল। লর্ড মেও উৎসাহী ছিল, (তারে) অকালে কালে হরিল, কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণ পেল, (মোদের) কপালেই সকল হল।

আমাদের যে দুঃখের সারি, গেয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী, (হায়) আমাদের সে রাসবিহারী, আকালের কবলে পল।

কত কত সভা হল, লোকে বলে হল,

হল, (মোদের) মনে যত আশা হল, সকলি মনেতে রল।

কোথা হে জগদীশ্বর, (মোদের) ঈশ্বরে আরোগ্য কর, দুখিনীদের দুঃখ হর, অবলারা মল মল।

কুলীন কুমারের প্রতি

বলে হাসি ও রাজমহিষী এই গানের সুর।

লবে কিহে কুলীনের ভার হে কুলীন কুমার। যে লয়েছে সে কয়েছে আমি তো লব না আর।

নভার পর্ব্বতভার, নভার সপ্তসাগর, নিন্দু-কন্ঠ মহাভার ইথেই কিহে এতই ভার।

কালী এ রূপে আর গত হবে কত কাল।

এই গানের সুর।

পিসার নিকট বিবাহিতা কুলীন কন্যার উক্তি।

তোরা বল দেখি লো কি করে ও ঘরে যাই, ছিছি আই লাজে মরে যাই, আমি পিসি বলি পিসি মাকে, ঠাকুর পিসা বল্‌তাম যাঁকে (এখন) কি বলে কি বলি তাঁকে, ভাবি তাই;

একবার ভাবি যদি ভাল মানুষ পাই, (দিয়ে) দেবীবরের মুখে ছাই, অমনি চলে কাশী যাই, থাকব না আর এপাপ গৃহে মরে যাই। (এমন) পিসি ভাইঝির ভাগ বাঁটারার কার্য্য নাই (ছেয়ের) মেল বেন্ধেছে দেবীবরে, (দিলে) পিসি ভাইঝি একি বরে, (এমন) অনাচারের পোড়া দেশে বিচার নাই।

গুরু চিন্তা কর মন রে দিন ত বয়ে যায়—এই স্থর।

কুলীন কুমারীগণের বিবাহ দর্শনার্থিনী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি।

আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখ্‌তে যাই, তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই।

শুনেছিস দান সাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই, নলে নিদান পক্ষে বৃষোৎসর্গ একটী বৎস্য চারিটী গাই। দিবে এক বরেই চারটী মেয়ে লোকের মুখে শুন্‌তে পাই (আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়ে, পিতা মাতার দয়া নাই।

বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বে করিয়ে কোলে।

এই গানের স্থর।

বহুবিবাহকারীর স্ত্রীর উক্তি।

কাল্ নিশিতে সে যে দিদি বিয়েকরা এসেছে ফিরে। সে দিন ত গিয়েছে মোরে ভাসায়ে নয়ননীরে। বহুদিন পরে পেয়েছি বহু আশা অন্তরে, বাসনা পুরাব বলে গিয়ে ছিলেম্ সে বাসরে, কর্ম্ম ফেরে এলেম্, ফিরে, সাত সতিনে ঝগড়া করে। সপ্তাহে দিনেক পাব সে দুঃখ কব কারে, তাতে ও বন্ধক প্রতি বন্ধক যদি না পড়ে, গেলে ঘরে মরি ডরে কিছু না থাকিলে করে। (নিষ্ঠুর দয়া করে কি না করে)।

গোউর এসে গোল বাধালে নদীয়ায় এই স্থর।

বহুবিবাহকারীর উক্তি।

তুচ্ছ করি জমিদারী চাকুরি। না করি লেখা পড়ি, খাস বাড়ী আমার বাড়ী।

গোস্বামী সমান আমায়, মানে শ্বশুর শাশুড়ী, (ভোলা মন মন রে) কত শ্বশুর বাড়ী ফিরা ফিরি, (আমি) চড়ি সুখের সোওয়ারি।

পরিপাটি পাটী পাতি, ছাপর খাটে গোড় পাড়ি, (ভোলা মন মন রে) কত নফর চাকর কুচায় কাপড়, (আমি) বসে টানি গুড়্গুড়ি।

পিঠা পাঁঠা খায় বা কেটা, খাই পুরি আর কচুরি, (ভোলা মন মন রে) (আমি) ঠেঙ্গের উপর ঠেঙ্গ তুলিয়ে, শ্বশুর বাড়ী জাঁকমারি।

আছে ঘরেতে অনূঢ়া ভগ্নী, বুড়া হয়ে যাউক মরি, (ভোলা মন মন রে) আছি নাগর বেশে, শ্বশুর বাসে, আমার পাশে কত নাগরী।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল

দাসরথীর সুর ঠেস কাওলী।

শ্রোত্রীয় বংশজদিগের উক্তি।

ভাইরে বিয়ে করা কুলীন কুলে পড়ুক ছাই। কি বালাই ওদের লাজ নাই দিয়ে কুল মানে জলাঞ্জলি, কুলীনে দেই কন্যা বলি, যেন মেয়ে গুলি জলে ফেলি ভাবি তাই।

বিকট কটক সব ঘটক দল, কুলীনের অনুগত কুমন্ত্রণা দেয় কত, ধনে বংশে নিতে মোদের রসাতল, ওরা খড়দে মরদ বলে ফুলায় কুলে দল, আগে ভুলায়ে বল্লালিভুলে (পরে

যোটে পাটে লোটে ছলে (ওদের) কুল কুল রবেই অকূল জলে পড়ে যাই।

যমের শ্বশুর ও সব কুলীন বর, (রেখে) ঘরে ঘরে আপন মেয়ে, ফিরে পরের মেয়ে চেয়ে, পণের তরে পণ করে পরের উপর, (মোদের) শ্রোত্রিপাত্রীর বাজারে হাজারদর, মোরা বিজাতীয় কষ্ট পেয়ে, আনি বিজাতীয়া মেয়ে, (করে) ছিলটা কুলটা বিয়ে কুলটা খাই।

(মোদের) কুলক্রিয়া ফলে, ফলে ভাল ফল, এই খাটীকুলে বিয়ে করে মাটী খেকো কুলীন বরে, পরিপাটী কুলে ঢেলে যায় জল, (করে) চাটী গেয়ে মাটী গিয়ে কুলোজ্জ্বল, (মলেম) শ্রোত্রীয় বংশজ জাতি, ধনে বংশে কুলে মাতি, (এখন) বংশে বাতি দিতে মোদের নাতি নাই।

আমি পুনর্ব্বার কন্যাপণে নানা দুর্ঘটনা দর্শন করিয়া একটী ঘটনা উপলক্ষে এই গানটী রচনা করিলাম।

দাশরথীর সুর—তাল ঠেস্‌কাওবালী।

তোরা দেখ এসে লো বৌ, দীপেরে চেরাক ০

কয়। (পোড়া) লোকে কয়, বিয়ে হলেই হয়, (মোদের) অর্থ গেল বিত্ত গেল, এ পথ গেল ও পথ গেল, (এখন) প্রকাশ পেল, এটা হিন্দুর মেয়ে নয়।

এ মেয়ে নাকি কয় দিন ছিল ঢাকা লো, ছিল দিনেক দু দিন ঢাকা লো, তার পরে অঢাকা লো, ঢাক ঢোল বাজিল, কত ঢাকা লো, (হায় হায়) এ মেয়েতে গেল এত টাকা লো। কত দিগ্ দিগন্তর ভ্রমে ভ্রমে, আন্‌লে কত পরিশ্রমে, (এখন) ক্রমে ক্রমে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হয়।

কিসের বিয়ে এ বিয়ে ত বিয়ে নয়, লাভের মধ্যে এই হয়, মোদের কেবল টাকা ক্ষয়, না জানি সমাজে কিবা দশা হয় (হায় হায়) এ কন্যাপণে কিনা হয়। দেখে দুঃখে নয়ন ঝরে, জাত মান কুল সব গেল রে (এ মেয়ে) কত ছেলে মেয়ের মা হয়েছে মনে হয়।

অনন্তর আমি বিক্রমপুর ও বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাম এবং সর্ব্ব-

সাধারণেই গানগুলি শিখিয়া সর্ব্বদা ঘাটে মাঠে গাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রমণীগণ দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত উক্ত গানগুলি গাইতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্পা-কাল মধ্যেই সকলের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এইপ্রকার নিয়ম ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা হইলেই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী পাত্রে কন্যা প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করিতেন। এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেও কন্যা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কুলীন-দিগেরও এই নিয়ম ছিল যে যাঁহারা ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত কন্যাপণ দিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও একটী পুত্রকে বিবাহ করাইতে পারেন নাই, তাঁহারাও ২০। ২৫। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা-গুলি অদত্তা রাখিয়া এক এক বহুবিবাহকারী

পাত্রে ৫। ৭ টী কন্যা এককালীন প্রদান করিতেন! অধুনা তাঁহারাও অনেকেই এক একটী অকৃতদারপাত্রে এক একটী কন্যা প্রদান করিতেলাগিলেন। এমন কি এখন আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সমুদয় ঘটক, কুলীন সম্মত আছেন। কিন্তু যে পরিমাণ লোক সমবেত হইলে আমাদের সুনিয়মাবলী সংস্থাপন করিয়া প্রাচীন শ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন মহোদয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তদ্রূপ সাহায্যকারী ধনী কিংবা জমীদারগণ অমনোযোগী থাকাতেই আমি সমাজ শাসনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া যৎকালীন ঢাকা নগরীতে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর শুভাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার সমীপে বহুবিবাহ নিবারণ মানসে যে আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলাম, সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রকটন করিলাম।

To

His Excellency the Viceroy & Governor General of India.

May it please your Lordship. We the undersigned subjects of her Gracious Majesty in the District of Dacca and its vici ity beg most respectfully to approach your Lordship with this humble memorial with a sanguine hope that the subject of great interest concerning the present state of Hindu females which your memorealists bring to notice may meet with your excellency's kind consideration.

The most detestable system of polygamy which obtains among Hindus more specially among the Koolin Brahmins of Bengal has been the cause of great mischief to the community and of distress and misery to the poor and helpless females whose condition makes them the object of your Lordship's pity.

The Koolin Brahmins make marriage as their profession and marry many wives for a vain consideration of a trifling money but never take care or interest of their wives.

The present system of polygamy is not warranted by any authority, nay it is repugnant to

the rules of Hindu Law, and inconsistent with the dictates of morality and conscience.

This system does never obtain among any other nations. It has taken its root so deep among Hindus in Bengal, that it has become totally impossible for the communiny to exert to uproot it, without the interference of the Sovereign power. We humbly presume therefore to pray for a legislative interference to put a stop to this system except in case of barrenness, unchastity &c. of the wife as permitted by the rules of Hindu Law.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

To Dr Lyall Escr. C. S.
Magistrate of Dacca.

Sir

I beg most respectfully to bring before you the accompanying memorial signed by the respectable Hindus of Dacca and its vicinity and solicit the favour of your forwarding it to His Excellency the Viceroy and Governor General of India.

I have the honour to be Sir,
your most obedient servant
Rashbehary Mookerjee.

Pandit Iswar Chandra Bidyashagor's first discourse on polygamy.——Vol. I.

Ditto Vol. II.

One Pamphlet called Koulinnashangsheodhine.

A pamphlet containing the proceedings of the Sonatan Dharmarakhine Shabha of India at Calcutta regarding Koolinism.

A pamphlet containing the proceedings of the Fareedpoore society for the prevention of the abuse of Koolinism and the sale of daughters.

A lecture on Koolinism delivered by Babu Abhoychandra Das at Dacca.

আবেদনপত্র।

অনুবাদ।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর
জেনেরল বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু।

ঢাকা জেলাস্থ নিম্নলিখিত প্রজাবর্গের যথোচিত বিনয় বহুমান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

এদেশে যে অতি জঘন্য বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের ঘোরতর

অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং স্ত্রী-জাতির দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণেরা কিঞ্চিৎ লাভের লোভে বহুসংখ্যক বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীদিগের কোনও কালে কোনও সংবাদ লন না। ঐ সকল চির-দুঃখিনীদিগের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার অবধি নাই। প্রচলিত বহুবিবাহ ব্যবহার শাস্ত্রমূলক ব্যাপার নহে; যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ঈদৃশ নৃশংস বহুবিবাহ ব্যবহার কোনও দেশে প্রচলিত নাই। এবং সমাজস্থ লোকের যত্নে ও চেষ্টায় নিবারিত হইবে এমত কোনও সম্ভাবনা নাই। রাজশাসন ব্যতীত ঈদৃশ সামাজিক দোষের সংশোধন সম্পন্ন হওয়ার সম্ভব নহে। এজন্য আমরা অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা, ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী অথবা সততবিপ্রিয়কারিণী না হইলে কেহ তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে না পারে, এইরূপ বিধি বন্ধনপূর্ব্বক এই লজ্জা-কর, ঘৃণাকর ও অধর্ম্মকর ব্যবহার রহিত

করিয়া এতদ্দেশের মঙ্গলবিধান করিতে আজ্ঞা হয়।

আমি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের ঢাকা আগমন উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলাম।

দাশরথির সুর, তাল ঠেস কাওয়ালী।

নর্থব্রুক! দয়া করে কল্লে যদি পদার্পণ, আমার এই নিবেদন, ধর হে দরখাস্ত ধর, দয়া করে পাঠ কর, বিচার কর জেনে সকল বিবরণ।

(দেখ) এক জনে করেছে বিয়ে একশ সাত, (ইহার) কারো সনে নাই সাক্ষাৎ, কে দেয় কাপড় কে দেয় ভাত, দেখ কেমন জাতনাশা এ কুলীন জাত, (আবার) ইহারা করেছে কত ভ্রূণপাত, (পূর্ব্বে) প্রাণনাশক যে প্রথা ছিল, তাতে বিধিবদ্ধ হলো, আইনে হল সতীদাহ নিবারণ।

এই দেখ সব হিন্দুসভার অভিপ্রায়, (ইহা) সকলেরই অভিপ্রায়, এই প্রথা এই দণ্ডে যায়, বিদ্যাসাগর বিচার বয়ে সব জানায়,

হায় হায়! লর্ড মেও দৈবযোগে মরে যায়, (পূর্ব্বে) কতবার উত্থাপন ছিল, আইনের পাণ্ডু-লিপি হল, (দেশের) দুর্ভাগ্যে ঘটিল সকল দুর্ঘটন !

এই আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত। ইহাতে বহুসংখ্যক কুলীন ও বহু-বিবাহকারী কুলীন এবং শ্রোত্রিয়, বংশজ ও প্রধান প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহোদয়গণের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ঢাকার সুবিখ্যাত ডিপুটী কালেক্টর ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছিলাম। আর ঐ আবেদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু-বিবাহ বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভারতবর্ষের সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভার কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা, ফরিদপুর কৌল্যন্য সংশোধিনী সভার পুস্তক, শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা, মৎপ্রণীত কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তক প্রভৃতি অর্পণ করিয়া-

ছিলাম। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ঐ আবেদন পত্র প্রাপ্তিমাত্র আমাকে যেঁ পত্রিকাখানি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

SYLHET CAMP.
Dated the 10th August.

To

BABU RASH BEHARY MUKHOPADHYAYA
Dacca.

SIR,

By order of the Governor General your letter of the *3rd* instant with the papers annexed therewith has been forwarded to the Secretary of the India Government, Home Department, for proper order.

Yours Obediently
Captain Baring,
Private Secretary to the
Governor General.

অনুবাদ।

১০ই আগষ্ট। শ্রীহট্ট ছাউনী।

বরাবরে শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

ঢাকা।

মহাশয়! গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের আদেশ মতে আপনার ৩রা তারিখের আবেদন ও তৎসম্বলিত কাগজ পত্র বিহিত আদেশের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম-ডিপার্ট-মেণ্টের সেক্রেটরীর নিকট অর্পিত হইল।

আপনার বশংবদ
ব্যারিং কাপ্তেন,
গবর্ণর জেনেরলের
প্রাইবেট সেক্রেটরি।

অনন্তর ঐ আবেদনের পোষকতার্থে আমি বাকরগঞ্জ জিলায় গমন করিয়া নানা পল্লী ভ্রমণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজ, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আর প্রধান প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাঠিনিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু

মাধবনারায়ণ রায় চৌধরী মহোদয় দ্বারা উপরি উক্ত বিবরণে আর একখানি আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করাইলাম।

আমি যে প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়াছি, তাহা এই।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা দীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান এই নয়টী ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ দর্শন করিয়া আদিশূরানীত পঞ্চ গোত্রজ পঞ্চ বিপ্রের সন্তানদিগকে বিখ্যাত বল্লাল সেন মহামান্য কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেন ইঁহাদিগের গুণাগুণের পরীক্ষা মানসে রাজবাটীতে আহ্বান করায় কতকগুলি কুলীন নিত্য-ক্রিয়া সমাধা না করিয়াই এক প্রহরের সময় আর কতকগুলি যেমন কোন শ্রাদ্ধানুরোধে ১॥০ প্রহরের সময়ই নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এবং অনেকে যথাবিধিমতে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া ২॥০ প্রহরের পর রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

লক্ষ্মণ সেন, যাঁহারা ২৷৷০ প্রহরের পর উপস্থিত ছিলেন, কেবল তাঁহাদিগকেই নবগুণবিশিষ্ট জানিয়া সম্পূর্ণ কৌলীন্য মর্য্যাদাপন্ন রাখিলেন। যাঁহারা ১৷৷০ প্রহরের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি এই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে ব্রাহ্মণে কেবল শ্রাদ্ধানুরোধেই ১৷৷০ প্রহরের মধ্যে নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিবে। ইঁহাদিগের ক্রিয়া লোপ হয় নাই, কিন্তু শান্তভাব রহিত বিধায় তাঁহাদিগের অষ্টগুণে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা করিলেন। যাঁহারা এক প্রহরের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই বংশজ সংজ্ঞা করেন, অর্থাৎ ইঁহারা সম্পূর্ণ গুণহীন বিবেচনায় কেবল সৎবংশজাত বলিয়াই বংশজ সংজ্ঞা করিয়াছিলেন। তৎকালে কুলীনগণ কেবল ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ধূর্ত্তচূড়ামণি দেবীবর নিষ্ঠা শান্তিস্থলে নিষ্ঠাবৃত্তি পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াই কুলীনগণের কন্যাগত কুল করেন। মহাত্মা ব্যক্তি মাত্রই বিবেচনা করিতে পারেন, বল্লাল কি লক্ষ্মণ সেন, কন্যাগত কুল করিয়া

কুলীনদিগকে বিপদস্থ করার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না, আর যৎকালে পরীক্ষা করেন তৎ-কালেও কুলীনদিগের আদান প্রদানের বিবেচনায় মর্য্যাদার ন্যূনাধিক করেন নাই। সুতরাং দেবীবরের দুরভিসন্ধি হইতেই কুলীনদিগের কন্যাগত কুলের সৃষ্টি হয়। তৎপ্রমাণ স্বরূপ অদ্যাপিও কায়স্থাদির সেই রূপ কৌলীন্যের নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিচ দেবীবর কন্যাগত কুল করিয়া ছিলেন, তথাপি এক পুরুষের বহুবিবাহ করা কি যাবজ্জীবন কন্যাগুলিকে অদত্তা রাখা কি স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইত না। কারণ তৎকালে কুলীনগণ, সর্ব্বদ্বারিকতাবস্থায় থাকিয়া সকলের সহিতই সকলের আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। আর এক ব্যক্তি একটী কন্যা নিম্নপাত্রে প্রদান করিলে যে কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান জ্ঞান করিতেন, পুনর্ব্বার দ্বিতীয়া কন্যা ঊর্দ্ধ পাত্রে অর্পণ করিলেই সম্পূর্ণ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে দেবীবর কুলীন দিগকে ছত্রিশটী মেল শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন করাতেই

ইঁহাদিগের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়ার পর কুলীনগণ দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সুনিয়মে ছিলেন। তৎপরে আহিত মুখোপাধ্যায়ের বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য আর যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতেই মেল উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে কুলীনগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেই বিসতি করিতেন, তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা কুলীন-দগের আদি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে গঙ্গা-হীন স্থানে বাস করিতে অনম্মত হইয়া অনেকেই বল্লালের নিকট গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রার্থনা করাতে বল্লাল সেন ফুলিয়া ও খড়দহ প্রভৃতি গ্রামে কুলীনদিগের বসতি স্থান প্রদান করেন। যৎকালে ফুলিয়াতে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য আর খড়দহে যোগেশ্বর পণ্ডিত সমাজপতি ছিলেন, তৎকালে শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় আর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় উভয়কে উভয় সমাজে সমন্বয় করাতেই প্রথম ফুলিয়া ও খড়দহ এই দুটী দলের উৎপত্তি হয়। অনন্তর এখনও যেমন কোন গ্রামে অধিক লোকের বাস থাকিলে প্রথম দুইটী তৎপরে ক্রমে ৪।৫টী দোষে

৪। ৫ টী দল হয়, তদ্রূপ এই পঞ্চ গোত্রের বহু সন্তানেও সর্ব্বানন্দকে সমন্বয় করিয়া সর্ব্বানন্দী কি বল্লভকে সমন্বয় করিয়া বল্লভী প্রভৃতি ক্রমে ছত্রিশটী দোষী ব্যক্তির সমন্বয় করাতে ছত্রিশটী দলের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই কারণেই দেবীবর দোষাণাং মিলনং মেলঃ এই সূত্রে ছত্রিশটী মেল নির্দ্দেশ করেন। ইঁহারা প্রত্যেক দলেই অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া আহারাদি ও আদান প্রদান রহিত করিয়াছিলেন। এখন দীর্ঘ কাল গত হওয়াতেই সেই সকল দলাদলির ভঞ্জন হইয়া পুনর্ব্বার সকলের সহিত সকলের আহারাদি করা হইতেছে। কিন্তু আদান প্রদানের কোট অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকাতে এক এক ব্যক্তির শতাধিক পরিণয় করা কি কতকগুলি কন্যাকে আজীবন অদত্তা রাখা এবং পশুবৎ স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করা হইতেছে। অতএব যেমন ছত্রিশটী দলাদলির ভঞ্জন হইয়া পুনর্ব্বার সকলের সহিত সকলের আহারাদি করা হইতেছে, তদ্রূপ সকল মেলের সহিত সকল

মেলের পূর্ব্ববৎ আদান প্রদান করিয়া সুখ, সম্মান ও পুণ্য সঞ্চয়ের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা হয় এই আমার বাঞ্ছা। উপ-সংহারে মহাত্মা ব্যক্তি বর্গকে ইহাও জানাই-তেছি যে বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথায় আমার সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। আমি ফুলিয়ার মুখোটী বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব। এবং কাঁচাদিয়ার কুলাচার্য্য মহামান্য ৺ বৈদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ ঘটক মহাশয়ের দৌহিত্র। পিতৃকুল বহুবিবাহ করিয়া প্রতিপালন হইতেছেন। মাতৃকুল বর্ত্তমান কৌলীন্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-ছেন। অভিভাবক মহাশয় আমাকে বহুবিবাহ করাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমিও সন্তানগণকে বহুবিবাহ করাইলেই এক-প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু এই পাপপ্রথা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের অনিষ্টকর বলিয়াই আমি কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তকে ও সংগীতাদিতে ইহার সবিস্তর দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধনের প্রার্থনা করি।

এ সম্বন্ধে যে সকল পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত

হইয়াছি, তাহার কয়েক খান মাত্র সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার পত্র।

ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী
মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশহিতৈষিবরেষু।—

সবিনয়মাবেদনম্। আপনার ১১ই চৈত্র দিবসীয় পত্রসহ বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণপক্ষে সম্মত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়া সভা অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। উক্ত প্রথাদ্বয় নিবারণ পক্ষে আপনি যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ঈদৃশ আয়াস স্বীকার দ্বারা এতৎ সভার প্রস্তাবের পোষকতা করিতেছেন, ইহা নিতান্ত সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। ও অঞ্চলের লোকদিগের ঔদাস্য ও বিরুদ্ধাচরণ যদিও ক্ষোভকর বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে কোন হানি হইতে পারে এমত বোধ হয় না। রাজনিয়ম দ্বারা কর্ম্মটী সুসিদ্ধ করা এখানকার বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেরই অমত। সে যাহা হউক সভার মহাধিবেশন সময় নিকটবর্ত্তী, ঐ উপলক্ষে অনেক পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিচারে কি প্রকার

ধার্ষ্য হয়, শীঘ্রই জানা যাইবে এবং যথাকালে আপনিও নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইবেন। ও অঞ্চলের গণনীয় ঘটকদিগের বিশেষতঃ যাঁহারা উক্ত বিষয়ে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন তাঁহাদের সকলের ঠিকানার সহিত একখান তালিকা অবিলম্বে পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা, পাথরিয়াঘাটা।
ধর্ম্মসভার কার্য্যালয়। ১৯১৮।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
অবৈতনিক সম্পাদক।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের পত্র।

অশেষগুণালংকৃত শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদেকসদয়েষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্। আপনকার প্রণীত কৌলীন্যবিষয়ক এক খণ্ড পুস্তক পাইয়াছি। আমার পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে এই পুস্তক পাইলে আমি তন্মধ্যে ইহার আদ্যন্ত সন্নিবেসিত

করিতাম, এবং আপনকার পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছি। আমার পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে এই অনুবাদও মুদ্রিত হইবে। ইংরেজী অনুবাদ কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেববর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইতেছে। তাঁহারা আপনকার পুস্তকের অনুবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি বহুবিবাহকারী কুলীন বহুবিবাহ প্রথায় বিরক্ত হইয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে এতদ্বিষয়ক অন্যায় ও অত্যাচারের বিষয় যত প্রতীতি জন্মিবে, অন্য লোকের কথায় তত হইবার সম্ভাবনা নহে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিবেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের অভিপ্রেত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত জানাইব এবং যাহাতে তিনি এতদ্বিষয়ে অনুকূল হন তাহার যথোচিত চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে আবেদন পত্র স্বাক্ষর করাইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

এ অঞ্চলের স্বাক্ষর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে সকলে মনোযোগী হইয়া অধিক স্বাক্ষর করেন, তাহার চেষ্টা দেখিতেছি এবং তজ্জন্য সকল স্থানে যাইতেও হইতেছে। এ অঞ্চলের নাম স্বাক্ষরের বন্দোবস্ত শেষ হইলে আপনাদিগের অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে। যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, পূজার পর যাইব স্থির করিয়াছি। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর যত অধিক হইবে ইষ্টসিদ্ধির ততই সম্ভাবনা। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর না করিয়া এবার ক্ষান্ত হওয়া হইবে না।

বহুবিবাহকারী কুলীনদিগের নামাদি সংগৃহীত হইলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন, কোজাগর পূর্ণিমার মধ্যে না পাইলে কোনও উপকার হইবে না।

সর্ব্বসাধারণের জন্যে যে আবেদনপত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু পরিবর্ত্তিত করিবেন না। যেরূপ হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত হইবে তদনুরূপ করা হইয়াছে। কুলীনদিগের

আবেদন পত্র পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইলে করিতে পারেন। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতোষ প্রদানে আজ্ঞা হয়। ব্যস্ততাবশতঃ ভাল করিয়া পত্র লিখিতে পারিলাম না। ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না, কিমধিকমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ।

ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা। ১২৭৭। ফাল্গুন।

তদনন্তর বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রামনিবাসী ফুলেমেল সম্প্রদায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, বল্লালকৃত বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ ও শুক্র বিক্রয় নিবারণ জন্য স্বচরিত গ্রন্থের মর্ম্ম অবলীলা ক্রমে বক্তৃতা করিয়া সভ্যগণের অসীম সন্তোষ সমুৎপাদন করনান্তর ধন্যবাদ লাভ করিলেন।

এডুকেশন গেজেট—১২৭৯। ৪৩ সংখ্যা।

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ

সম্বন্ধে বাকরগঞ্জে কোন উদ্যোগ হয় না। এজন্য বিক্রমপুরের শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এদেশে আইসেন। প্রথমতঃ রাজনগর গ্রামে একটী ক্ষুদ্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া অনেককে তাঁহার প্রার্থনার বিশেষ মর্ম্ম জ্ঞাত করাইয়া সন্তুষ্ট করেন। সকলেই একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রার্থনাকে সৎ প্রার্থনা বলিয়া স্বীকার করেন। তৎপরে কোটালিপাড়ায় রাঢ়ীশ্রেণী এবং বৈদিক শ্রেণী উভয় শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার রচিত পুস্তকাদি এবং কৌলীন্য ও কন্যাপণ নিবারণ বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার সদভিপ্রায়ের ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে সিকারপুর ও রহমতপুরের লোকেরাও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাকার কুলীন এবং শ্রোত্রিয় বংশজ সকলে মুক্ত কণ্ঠে তাহার মতকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে গাড়রিয়া, কলসকাঠির জমীদার ও কুলীন মহাশয়েরাও সকলে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন; কেবল কলসকাঠির বাবু বরদাকান্ত রায় এ সকল মতে

সন্তুষ্ট হন নাই। আরও দুই এক জন রাস-বিহারী যদি সমাজ শোধনে ব্রতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম ও পর্য্যটন করেন, তবে বিশেষ উপকারের বিষয় হয়।

ঢাকাপ্রকাশ—১২৮১। ৪ সংখ্যা।

বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকা প্রকাশের গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহুদোষাকর অবিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপ-রিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই,—তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহু-বিবাহের বহুদোষদ্যোতক পুস্তক ও গান রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন,—অসহনীয় শীতবাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি

আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্র্যতা—পরিবারবর্গের অন্না-চ্ছাদন ঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপমাত্র করি-তেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় এক জন সাধা-রণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইহাঁর সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি উল্লিখিত বিষয়টী তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন।—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইহাঁকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলো-চনা অথবা কোন না কোনরূপে উদ্যোগচেষ্টা-শূন্য থাকিতে দেখা যায় না।

ইতঃপূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ঢাকায় আগমন করিলে তাঁহার সমীপে প্রচলিত অধি-বেদন প্রথা আইন দ্বারা নিবারণ করিতে যে আবেদন প্রদত্ত হয়, তাহাও প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে প্রস্তুতীকৃত এবং বহুসংখ্যক ভদ্রসম্ভ্রান্ত সামাজিক হিন্দুদিগ-কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত

আবেদনের কোন ফল দর্শন না করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে, ঢাকা হইতে যেরূপ আবেদন প্রদত্ত হইয়াছে, বঙ্গালি প্রধান যাবতীয় স্থান হইতে যদি এইরূপ আবেদন প্রেরিত হয়, গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই মনোযোগী হইয়া প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। উক্তরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কিছুদিন হইল উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। ঐ জেলার নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহু সংখ্যক কুলীন বংশজ, শ্রোত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির মত এবং নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাঠিনিবাসী দেশহিতৈষী জমীদার বাবু মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয়ের দ্বারা উক্ত বিষয়ে আর একখানি আবেদন পত্র গত ৮ ই মাঘ তারিখে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু আগামী আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগর কলিকাতা এবং হুগলী অঞ্চলে গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান সামাজিক লোকদিগের দ্বারাও উক্ত উদ্দেশে (আইন দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণোদ্দেশে) আরো কয়েক

খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, ইঁহার যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ চেষ্টা, সেরূপ অর্থ বল নাই, যদি ইঁহার তদনুরূপ অর্থ সামর্থ্য থাকিত, এতদিন উদ্দিষ্ট বিষয়ে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন।

আমাদিগের আবেদন পত্রের গবর্ণমেণ্ট হইতে যে আদেশ হয়, তাহা নীম্নে প্রদর্শন করা গেল।।

NO. 961.

Extract from the proceedings of the Government of India in the Home Department (public) under date Simla the 7th June 1875.

Read memorials dated 3d. August 1874, and 20th January 1875 respectively from Babu Rash Behari mukerjee and others residents in

the district of Dacca and from Babu Madhub Narian Rai Chowdhury and others residents in the district of Bakergung, praying that legal measures may be adopted for the abolition of the system of polygamy prevalent among Hindus in Bengal more especially among the Koolin Brahmins.

Resolution. The Governor General in Council while entirely sympathizing with the object which the memorialists have in view, considers that it is one which must mainly be attained by social actions among all classes of Hindus, and that legislation on subject would only be mischievous if it were not in accordance with the feelings and practice of a large majority of the people.

NO. 962/63.

Ordered that a copy of this *order* Resolution be forwarded to Babus Rash Behari Mookerjee and Madhub Narian Roy Chowdhury for information.

True Extract.
Sd. PLAUDEN.
For Offg. Secy. to the Government of India.

TO

BABU

RASH BEHARY MOOKERJEE.

নং ৯৬১

১৮৭৫ সনের ৭ জুন তারিখের ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্বন্ধীয় পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ঢাকাজিলার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ঢাকানিবাসী অন্যান্য ব্যক্তিগণ এবং বাখরগঞ্জ জিলার মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী ও তথাকার অন্যান্য ব্যক্তিগণের বহুবিবাহ প্রণালী যাহা বাঙ্গালার হিন্দুদিগের বিশেষতঃ কুলীনব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা আইন প্রচার পূর্ব্বক রহিত করিবার প্রার্থনায় যে ১৮৭৪ সনের ৩ আগষ্ট ও ১৮৭৫ সনের ২০ জানুয়ারী তারিখের আবেদন পত্র সকল পাঠ করিয়া যাহা স্থিরীকৃত হইল তাহা এই—

যে বিষয় আলোচনা করিয়া আবেদন করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বিবেচনা করিলেন যে, এ বিষয় হিন্দুদিগের সকল শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক কার্য্য কর্ম্মের দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইবে, এবং এ সম্বন্ধে কোন আইন প্রচলিত করিতে গেলে যদি তাহা বহুসংখ্যক লোকের

প্রবৃত্তি ও মত না হয় তাহা হইলে কেবল অনিষ্টজনক হইবে।

নং ৯৬২ ও ৯৬৩

হুকুম হইল যে এই হুকুমের নকল জ্ঞাতার্থে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরীর নিকট পাঠান যায়।

(অবিকল উদ্ধৃত)
প্লাউডেন

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আমি রাজশাসনে নিরাশ হইয়া, সমাজ শাসন দ্বারা যাহাতে এই কলুষিত প্রথা বিদূরিত হয় তন্নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক অত্যন্ত পর্য্যটন ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই স্থির করিলাম, যে অগ্রে নিজে ভিন্ন মেলের সহিত স্বীয় পুত্র, কন্যার আদান প্রদান করিয়া এই সৎকার্য্যে অগ্রসর হইব। প্রথমতঃ আমি খড়দহ মেলের বাঘিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়দিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা কেহই সাহসী হইয়া আমার সহিত আদান প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তৎপরে আমি মাইজপাড়ানিবাসী বল্লভী মেলস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া আমার

সহিত আদান প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। আমাদিগের এইরূপ মত স্থির হইলে এই কার্য্য সমাধা সময়ে সামাজিক প্রধান প্রধান লোকদিগকে অর্থাৎ যে সকল মহাশয়গণ উপস্থিত হইলে আমাদিগের একটি সুনিয়মাবলী সুস্থির হইয়া অচিরকাল মধ্যেই বহুলোকের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে ব্যয়বাহুল্যের সম্ভাবনা দেখিয়া স্বয়ং ঐরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত আমার সাহায্যকারী ধনী ও জমীদার মহাশয়দিগের নিকট কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারাও অনেকেই সম্মত হইয়া, একটী চাঁদার ফর্দ্দে নাম স্বাক্ষর করয়া অঙ্ক পাত করিলেন। সামাজিক মহাত্মারাও আমাদিগের সম্পূর্ণ রূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ জানিয়া প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরাও চতুর্দ্দিক হইতে স্বীয় স্বীয় পত্রিকায়, আহ্লাদ প্রকাশ ও সামাজিক লোকদিগকে আমাদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত বিশেষ

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে দুই খানা পত্রিকার বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিয়া তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

১২৮৩ সনের ২০ সংখ্যা অমৃতবাজার পত্রিকা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সম্বন্ধে বিক্রমপুরে একটি মহা আন্দোলন হইতেছে। বাবু রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক এক জন ভঙ্গকুলীন এই আন্দোলনের নেতা। রাসবিহারী বাবুকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক এবং ইংরেজী জানেন না। সুতরাং এই আন্দোলনটি কোন হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত তাহা আর হইবে না। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পত্র ইহার সপক্ষতা করিতেছেন, তখন ইহা যে

ঢাকার হিন্দুসমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলনটি কি তাহা এখনও আমরা বলি নাই। রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরা ৩২টী মেলে বদ্ধ। ইহার মধ্যে কোন এক মেলের কুলীন সকল মেলের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন না। এক একটি মেলের এক একটি করিয়া পাল্‌টি ঘর আছে। এই দুইটি ঘরের পরস্পরের মধ্যে চিরকাল আদান প্রদান করিতে হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে কোন কোন মেলের পাল্‌টি ঘরে পুরুষের অভাবে সেই মেলের কন্যাগণের অনূঢ়াবস্থায় চিরকাল যাপন করিতে হইতেছে। কোন কোন স্থলে একটি পুরুষের গলায় দশটি বিশটি করিয়া কন্যা গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে। কোন কোন স্থলে মাতুলবংশে আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আমরা অনেক সময় এমন লোমহর্ষণকর বিবরণও শুনিয়াছি যে, একটি পাল্‌টি ঘরের পুরুষ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছে, কন্যার পিতা তাঁহার কুল রক্ষার্থে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া দিলেন,

কন্যা বিবাহের পরক্ষণেই বিধবা হইল। কিন্তু মেলবন্ধন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে, এবং উহা ভঙ্গ করিয়া কেলিলে শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করা হয় না। বরং এ প্রথার জন্য বহুসংখ্যক বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বজনাপরিণয় জন্য দোষের উৎপত্তি হইতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এই মেলভঙ্গ করিয়া যাহাতে কুলীনদের মধ্যে সর্ব্ব-দ্বারিকতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় ইহার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং তিনি স্বয়ং একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। মেলবন্ধন জন্য কুলীনদিগের যে কত অসুবিধা, কত মনো-কষ্ট ও কত গ্লানি সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা এক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হই-য়াছে। বিশেষতঃ যখন মেল ভাঙ্গিয়া আদান প্রদান করিলে শাস্ত্রবিরোধী কার্য্য করা হয় না, কি সমাজচ্যুত হইতে হয় না, তখন আমাদের ভরসা হইতেছে যে, এই আন্দোলনের নেতা ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ কৃতকার্য্য হইবেন।

১২৮৩সনের ১২সংখ্যা ভারতসংস্কারক পত্রিকা।
এই সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত।

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেলভঙ্গের চেষ্টা।

কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যত আমরা নিকৃষ্ট জাতীয় জীব দর্শন করি, ততই তাহাদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই। মনুষ্য তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পদদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক শ্রেণী। পক্ষীদিগের মধ্যে ততোধিক, ক্রমে কীটদিগের মধ্যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দুঃখের বিষয়, স্বভাব ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যাহা করিয়াদিয়াছেন, মনুষ্য বুদ্ধিবলে তাহা স্বজাতীয় মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের চারি জাতিই থাকুক, তাহাই আবার কত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শত শত বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। জাতিপ্রধান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী এই তিন শ্রেণীই থাকুক, কিন্তু তাহার মধ্যে

আবার কত ভাগ ও উপবিভাগ। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া কুলীনোপাধি প্রাপ্ত হন, ইঁহারাই রাঢ়ীয় শ্রেণী সংগঠন করেন। ইঁহারা ৩২টী মেলে বদ্ধ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। যাঁহাদের গাত্রে কৌলীন্য গন্ধ যত অধিক, তাঁহারা তত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করেন। যাঁহারা অত্যন্ত মুখ্য কুলীন তাঁহাদিগের একটি কিংবা দুইটির অধিক ঘর নাই। কৌলীন্য গর্ব্ব সংরক্ষণ করিবার জন্য ইঁহারা প্রাণান্তেও ভিন্ন ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ দান করেন না। এই কুপ্রথা হইতে সমাজের যে কত অমঙ্গল এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মের যে কিরূপ অবমাননা হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুলীনকন্যাগণকে পালে পালে কখন একটি গুণহীন পুরুষের হস্তে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কখন আজীবন অবিবাহিত রাখিয়া তাহাদিগের পাপের পথে সহায়তা করা হইতেছে। কখন মৃত্যুশয্যাস্থ বৃদ্ধের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া বালিকাগণ জন্ম সার্থক করিতেছেন। কখন বা মুমূর্ষু বৃদ্ধা এক

বালকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া দেহশুদ্ধি পূর্ব্বক চিতারোহণ করিতেছেন। কেবল ইহা নহে। শাস্ত্রে যে আছে,

"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥"

পিতৃকুলের সপ্তমী ও মাতৃকুলের পঞ্চমী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবেক। কুলীনদিগের মধ্যে সে শাস্ত্রনিয়ম রক্ষা পায় না। সময় সময় পিতা পুত্রে দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়া এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। সময় সময় সপ্ত বা দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর দুই ঘরে পরিবর্ত্ত করিয়া বিকৃতশোণিত ও পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত সম্বন্ধ হইতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, শাস্ত্রভয়, ধর্ম্মভয়, এবং ভাবী বংশের অনিষ্ট ভয়, কৌলীন্য মর্য্যাদা হানি আশঙ্কার নিকট পরাভব মানিয়াছে।

সম্প্রতি বিক্রমপুরনিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কুলীনদিগের মেল ভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গবিকারপূর্ণ বর্ত্ত-

মান হিন্দুসমাজের কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থে যিনি সচেষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। রাসবিহারী বাবু যদি কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক অসুবিধা ও কদাচার হইতে কুলীন সমাজকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন। রাসবিহারী বাবু স্বয়ং এক জন প্রাচীনদলস্থ হিন্দু, অনেক গুলি হিন্দু পণ্ডিত তাঁহার পৃষ্ঠবল হইয়াছেন। আমরা আশা করি এ অঞ্চলের সুবিজ্ঞ কুলীন মহোদয়গণও প্রস্তাবিত সমাজ সংস্কারের সহায়তা করিতে ক্রুটী করিবেন না।

যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি প্রকৃতির নিয়ম। এক শ্রেণী হইতে যেমন নানা শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ সকল শ্রেণী ক্রমে এক শ্রেণীতে মিলিত হইবে। কিন্তু ইহা যে সহজে সম্পন্ন হইবে, বোধ হয় না। সমাজে একটি নিয়ম বদ্ধমূল হওয়া যেমন সহজ নহে, বদ্ধমূল একটি নিয়ম রহিত হওয়াও সেইরূপ সহজ নহে। মানের গর্ব্ব ত্যাগ করা সামান্য

কথা হইলেও কোন ত্যাগ স্বীকার অপেক্ষা সহজ নহে। যাহা হউক কয়েক ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলে কুসংস্কারপূর্ণ ও অমঙ্গলকর কুলাচার যে আপনা হইতে তিরোহিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

পশ্চিম বাঙ্গালার সাহায্যকারী মহোদয়গণের সহিত আদান প্রদান বিষয়ের বিশেষ পরামর্শের নিমিত্ত আমি যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের লোকান্তরগমনের পর, শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কৌলীন্য সংশোধনের প্রস্তাবটি রহিত করিয়াছেন। আমি ঐ সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, এবং যাহাতে ঐ মহৎ প্রস্তাবটি সভা হইতে উঠিয়া না যায়, তন্নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান কৌলীন্য

কুপ্রথাটি যে সম্পূর্ণ রূপ হিন্দুধর্ম্মের অবনতির মূল, তদ্বিষয়ে কিছু বক্তৃতা করিলাম। কালী-কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই প্রস্তাবটি যে এই সভার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করিয়া বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলাম। এবং ঐ সভার অধিবেশন সময়ে উপস্থিত হইয়া কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন আমাদের সভা হইতে যখন ঐ আন্দোলনটি রহিত করা হইয়াছে, তখন আপনি সভায় উপস্থিত হইলে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমি সভাপতি মহাশয়ের ভাব ভঙ্গীতে ঐ সভার দ্বারা আমার সহায়তার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলাম। তথাপি আমি সভার অধিবেশন সময়ে, উপস্থিত হইয়া আমার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও সভাপতি ও সভ্যগণের মত না হওয়ায়, আমার এই বাসনাটি সম্পন্ন হইল না। তৎপরে আমি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশ-য়ের সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমাকে পরম

সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং আমি যে মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আমি ঐ কার্য্যকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া বলিলাম যে, যেমন কপিলের অভিশাপে সগরসন্তান সমুদয়ের অধঃপতন হইয়াছিল, সেইরূপ দেবীবরের কুপ্রথাতেও আমার পূর্ব্ব পিতামহ সকলের অধঃপতন হইতেছে। সগরবংশোদ্ভব মহামতি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ একটি সাগর আনয়ন মানসে, কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি দেবীবরের কলুষিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পুত্র কন্যার আদান প্রদান কালীন এই সাগর নিয়া উপস্থিত হইতে পারি, তবে আমার পিতৃদেবেরাও যে অপত্যকৃত পাপের ভোগ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উপস্থিত হইবেন এবং উক্ত

কার্য্যের সাহায্যার্থে ২০০ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্মত হইলেও আমার মনে এই রূপ একটি আশঙ্কা হইল যে, যদি তিনি এ রূপ বিবেচনা করেন যে, কেবল আমার যত্নে এমন একটি সমাজে যাওয়া উচিত নহে। ঐ আশঙ্কা দূর করিবার মানসে, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলাম, মহাশয় যে যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, ইহাতে আমার সন্দেহ হয়। যদি কেবল আমার যত্নে যাওয়া আপনার কোনও বন্ধু অপরামর্শ বোধ করেন, তবে ত আপনার যাওয়া হয় না। অতএব আপনি কালীপাড়ার, মাইজপাড়ার, এবং ভাওয়ালের জমীদার মহাশয়দের নিকট পত্র লিখিয়া মতামত গ্রহণ করুন। আমি এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহা উচিত বোধ করিয়া ঐ সকল জমীদার মহোদয়গণের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র-

কন্যার বিবাহ দিতে বাসনা করেন, এবং কার্য্যকালে আমাকে তথায় উপস্থিত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদিগের মত না জানিয়া কোন মতেই তথায় যাইতে আমার সাহস হয় না, আপনাদিগের সম্মতিসূচক পত্র পাইলে আমি আহ্লাদের সহিত ঐ কার্য্যে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছি। তৎপরে বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত একটি সভা আহ্বান করিয়া আমার পদ্যময়ী সীতার বনবাস, শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত আর কৌলীন্য বিষয়ক সঙ্গীতাবলী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় ও সভ্যগণ ঐ সভায় যে সমু-দয় কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি যে ১২৮২ সনের ৪৯ সংখ্যক ঢাকা প্রকাশ প্রত্রিকায় একখানা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহা আমি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

ঢাকাপ্রকাশ।

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত। আমাদের সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সভ্যগণের মত না হওয়াতে তাঁহার সেই বাসনাটি সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবল জয়পুরের মহারাজকে এক খানি জীবনবৃত্তান্ত উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজও উক্ত পুস্তক সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, রাসবিহারী বাবু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি রাসবিহারী বাবুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্যময়ী সীতার বনবাস ও শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা এবং তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। এবং ঐ সমস্ত পুস্তক তদীয় যন্ত্রে উৎকৃষ্টতর রূপে মুদ্রিত করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করেন। আর কৌ-লীন্য বিষয়ক সঙ্গীত গুলি শ্রবণ করিয়া করুণ-রস স্থলে হুঁ হুঁ শব্দে ক্রন্দন ও হাস্য স্থলে হা হা শব্দে হাস্য করিয়া সমবেত সভ্যগণের সহিত একবাক্যে বলেন, এইরূপ একটি রত্ন আমাদিগের পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্ত্তমান থাকিলে আমরা পশ্চিম বাঙ্গালার যার পর নাই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেলপর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারি-কতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ কার্য্যকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপস্থিতির নিমিত্ত প্রোক্ত মুখো-পাধ্যায় মহাশয় প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত হইবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যার্থ ২০০ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। এখন আমরা জগদীশ্বর সমীপে

প্রার্থনা করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধু সঙ্কল্প অচিরে পূর্ণ হউক।

বশম্বদ

শ্রীরাজমোহন বন্দোপাধ্যায়।

আমি কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কালীপাড়ার জমীদার মহাশয়দের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাবুগণ আমার অপেক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের উত্তর লিখিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আর এই বিবরণে পত্রোত্তর লিখিলেন, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা আমাদের অপরামর্শ মতে নহে। আমরা সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পূর্ণ রূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই কার্য্যে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইব। ভাওয়ালের জমীদার রাজাবাহাদুর মহাশয়ও

এরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময় মাইজপাড়ানিবাসী বাবু তারাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর কাশী প্রাপ্তি হওয়াতে, রায় মহাশয় তাঁহার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাশীধামে ছিলেন; বাড়ীর কার্য্যকারিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রখান রায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াদেন, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এইরূপ উত্তর লিখিলেন, যে শ্রীমান্ রাসবিহারী নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি নহে। ইনি আমার পিস্তুত ভ্রাতষ্পুত্র, আর যে কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত, ইহার আদান প্রদানের কথোপকথন সুস্থির হইয়াছে, সেই কালীকিশোরও আমাদিগেরই দৌহিত্র। আমাদের সাহায্যেই ইঁহারা এই মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ সময় মহাশয় দয়া করিয়া উপস্থিত হইলে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইব। আমি বাড়ী যাইবার সময় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করিব। তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় আমার নিকটও এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে,

আমি তোমার পত্র সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক পত্র পাইয়াছি, আর তিনি যে তোমাদের কার্য্যে উপস্থিত হইবেন, ইহা শুনিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্বরই বাড়ী পঁহুছিব বাসনা রাখি। যাওয়ার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। আমি বাড়ীতে পঁহুছিয়াই তোমার সহিত এবিষয়ের সমস্ত পরামর্শ স্থির করিব। তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় বাড়ী আসিলে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, আমি কলিকাতা আসিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিনি তাঁহার পিতার কাতরতা সংবাদ পাইয়া কাশীধামে গমন করিয়াছেন। তৎপরে বলিলেন, দেখ বাবা! এখন আমি তোমার প্রার্থনীয় কার্য্যটিই জীবনের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই মহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেই আমার সমুদয় অর্থ বিত্তের সার্থকতা হয়। আমি আগামী বৈশাখ

মাসেই মাতৃস্বর্গার্থে কিছু দানাদি উপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক কুলীনদিগকে আহ্বান করিবার মানস করিয়াছি, ঐ সময়ে তোমাদের কার্য্যের সমস্ত বিষয় সুস্থির করিব। তিনি ১লা চৈত্র তারিখে আমার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া ১৩ই তারিখে ওলাউঠা রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং আমার ও বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমুদয় উদ্যোগ চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার আদান প্রদানের নানা বিঘ্ন জন্মিলে, আমি পুনরায় বাঘিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়দিগকে বাধ্য করিবার জন্য অত্যন্ত পর্য্যটন ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঁচ বৎসর কাল অপরিমিত পরিশ্রমের পর, সমুদয় বিজ্ঞ গাঙ্গুলী, ডিংসায়ী ও বটব্যাল, শ্রোত্রিয় এবং কালীপাড়ার জমীদার মহাশয়দিগের পরামর্শে, বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, আমার পুত্র কন্যার সহিত তৎপুত্র কন্যার আদান প্রদান

করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল যে, একটি প্রকাশ্য সভাতে এ প্রস্তাবের বিশেষ আন্দোলন করিয়া কার্য্যের দিন ধার্য্য করিব। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই সাহাবাজ নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকানেক ঘটক কুলীন এবং ডিংসায়ী বটব্যাল মহাশয়গণ উপস্থিত হইলেন, আমি ও শ্রীযুত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরামর্শকারী মহোদয়গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ সভায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ মেল বন্ধন দ্বারা আমাদিগের যে সকল দোষের ঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয় কিছু বক্তৃতা করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম, আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ৺ নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার পূর্ব্ব পিতামহ ৺ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের আদান প্রদান ছিল। সেই গঙ্গানন্দের সন্তান আমি প্রস্তুত আছি, আপনাদের নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান এক জন আমার সহিত অগ্রসর হইয়া

এই সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করুন। আমি এই কথা বলিলে প্রাচীনশ্রেণীস্থ সর্ব্বমান্য শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আপনি যে সৎ কথা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সমুদয় গাঙ্গুলীগণই বাধ্য আছি। অতএব আমাদের হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত আপনার পুত্র কন্যার আদান প্রদান করুন। আমরা সকলেই পরম আহ্লাদের সহিত উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিব।

ঐ সময় কয়েক জন গোঁড়া গাঙ্গুলী সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, জেঠা মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন বলিয়াই স্বীকার করিলেন। কিন্তু যে প্রথাটি ১০।১২ পুরুষ পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে তাহা কি আর প্রচলিত হইতে পারে। আমি নানা প্রকার উপদেশ বাক্য বলিলেও তাঁহারা কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। তুমি দিন ধার্য্য করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এই মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

আমরা প্রাচীন গাঙ্গুলীগণ আহ্লাদের সহিত উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিব। তৎপরে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েরাও ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রস্থান করিলাম।

১২৮৪ সনের ২২ শ্রাবণ তারিখে আমাদের আদান প্রদানের দিন ধার্য্য করিলাম। ঐ কার্য্যে বিশেষ ব্যয় বাহুল্যের আবশ্যক বিধায় আমার প্রধান সাহায্যকারী ঢাকার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার প্রযত্নে ভাওয়ালের জমীদার শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ২০০ টাকা ও ধানকোড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ১০০ টাকা, মুড়াপাড়ার জমীদার মহোদয়গণ ৫০ টাকা, মোট ৩৫০ টাকা সংগ্রহ হইল। তদ্দ্বারা আমি সামাজিক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া আহ্লাদের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম। কার্য্যকালীন সাহাবাজনগরনিবাসী

মদিষ্টদেব শ্রীযুক্তেশ্বর কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত লালমোহন বটব্যাল, তারপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘটক প্রভৃতির সাহায্যেই আমি নির্ব্বিবাদে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্যকালে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমারা কার্য্য সম্পাদন করিলে পর বিক্রমপুরের সংবাদ দাতা মহাশয় ১২৮৪ সনের ২৪ সংখ্যক ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকায় যে প্রেরিত পত্রখানা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি এ স্থানে প্রকাশ করিলাম।

ঢাকাপ্রকাশ।

কালীপাড়া হইতে আগত বল্লালি যুগপ্রলয়।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে চেষ্টার অতীত কার্য্য নাই। আমরা সম্প্রতি এই সাধু বাক্যের উত্তম একটি উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

যে কার্য্যের নিমিত্ত শিক্ষিত নব্য শ্রেণী পাষাণবৎ অভিভাবকের ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়াও গোপনে গোপনে এত দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে কার্য্যসিদ্ধির আশায় দুর্ভাগ্য বিক্রমপুর এত দিন একরূপ বঞ্চিতই ছিল, যে হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বহু দিন যাবৎ কথার আন্দোলন হইতে ছিল, অদ্য সেই কার্য্য সংসাধিত হইল। যে শান্তিপ্রদ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় গলদ্ঘর্ম্মকলেবর হইয়া স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়াছেন। যে মঙ্গলময় কার্য্য, উক্ত মুখোপাধ্যায়ের মূল মন্ত্র ছিল, যাহার নিমিত্ত রাসবিহারী স্বীয় দরিদ্র পরিবার গুলিকে ক্লেশের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া ভিখারিবেশে দেশে দেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এই বাক্য মনে দৃঢ় করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। অদ্য শুভক্ষণে শুভ লগ্নে, বিক্রম পুরের সৌভাগ্যক্রমে, সেই মঙ্গলকর কার্য্য সংসিদ্ধ হইল। অদ্য বিক্রমপুরের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয়গিরিশিখরে আরো-

হণ করিলেন। অদ্য বিক্রমপুরের তিমিরাবৃত বল্লালিক্ষেত্রে সুখতারা প্রকাশ পাইল। অদ্য আমাদের আনন্দের দিন, অদ্য আমাদের সৌভাগ্যের দিন। অদ্য রাঢ়ীয় কুলীন কুমারীগণের হুলুধ্বনিতে ও মাঙ্গলীক গীতে বিক্রমপুর নৃত্য করুক। অদ্য কৌলীন্য সংশোধনেচ্ছু নবীন যুবকগণের জয়ধ্বনিতে স্বর্গ কম্পিত হউক, অদ্য দেবীবরের কৃত মেলবন্ধন রূপ কুপ্রথা নরকের কাঙ্গালিনী হইয়া রোদন করুক। আমরা অদ্য এত আনন্দসাগরে মগ্ন কেন? রবিবার বাঘিয়া সমাজে মেলভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছে। ২২শে শ্রাবণ খড়দহমেলস্থ ৺ রামজীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান, শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত, ফুলিয়ামেলস্থ ৺ বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। দুরাচার দেবীবর ঘটক স্বার্থ সিদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে কুলীন সমাজের জালবন্ধন রূপ যে মেলবন্ধন করিয়া গিয়াছিল, ২২শে শ্রাবণ সে জালবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। ২২শে

শ্রাবণ কুলীন সমাজের যুগপ্রলয় হইয়াছে। ২২শে শ্রাবণ নিরুপায় কুলীন কামিনীগণের দুরদৃষ্টরূপ ঘোর অন্ধকারাবৃত নিবিড় বনের মধ্য দিয়া উহাদের সৌভাগ্যের পথ পড়িয়াছে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুকালীয় চেষ্টা সিদ্ধ হইয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিতে সমাজস্থ প্রামানিক প্রভুদের ভয়ে উঁহারা কম্পিত কলেবর ছিলেন, কত চেষ্টা কত যত্ন, কত নীচতা স্বীকার ও কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সফল হইয়াছে। ঐ দুই ব্যক্তি অপরিমিত সাহস সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা মেলবন্ধন ছিন্ন করিতে সমাজ বন্ধনের ভয় অতিক্রম করতঃ অপরিমিত সাহসিকতার সহিত আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ধন্য, চেষ্টা ধন্য, সাহস ধন্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ধন্য ও উৎসাহ ধন্য। এ কথা বলা বা-

ইতে পারে না যে যুগান্তের কৃত এই কার্য্য নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় স্থূলগ্রীব বৃষস্কন্ধ কুলীন শিরোমণি, এই অভিনব আদান প্রদান কার্য্যের বাধা দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। কুলীন সমাজে কতকগুলি বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য দলপতি আছেন, ইহারা সাক্ষাৎ অহ- ঙ্কারের ও গর্ব্বের প্রতিমূর্ত্তি। আত্মহিত দর্শনে ইহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। উঁহারা কুললক্ষ্মীর ক্রোড়ে আলালের ঘরের দুলাল, বিদ্যাতে নিশানসহী- দস্তখতকারী বৃহস্পতি। বুদ্ধিতে জাম্বুবানের প্রপিতামহ অহঙ্কারে ও দম্ভে মহারাজা দুর্য্যো- ধন। ক্রোধে মহামুনি দুর্ব্বাসা। পূর্ণবয়স্কা কন্যাগুলির প্রতি ব্যবহারে উঁহারা দুর্বৃত্ত জল্লাদ, উঁহারা চন্দ্রমুখী কন্যাগুলিকে যমের হাতে সম্প্রদান করিয়া যমালয় পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও মমতা প্রদর্শন করেন না। এই সকল মহা- পুরুষ দুর্ব্বল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরি- মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মস্তকে ভয়ঙ্কর গদা- ঘাত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে ও কালীপাড়ার জমীদারদিগের অনু-

গ্রহে দুর্ব্বল দরিদ্রদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে আদান প্রদান করিয়া উঠিয়াছেন। বটব্যাল, ডিংসায়ী প্রভৃতি প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়গণ সোৎসাহে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। অনেক প্রাচীন গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়কে বরং এই কার্য্যে উৎসহী দেখা গিয়াছে। ঘটকবংশ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। উহারা এখন পর্য্যন্ত শুষ্ক পুষ্করিনীর দলের তলে। হয় ত দল বৃদ্ধি পাইলে লাফিয়া লাফিয়া মণ্ডুকরবে এই আদান প্রদানের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন। আমরা অত্যন্ত আশার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে বল্লালি মেল ভঙ্গের নিমিত্ত এই কার্য্যটি সূত্রপাত স্বরূপ হউক। দুরাচার দেবীবরের কুপ্রথা রাঢ দেশ হইতে দূরে পলায়ন করুক। রাঢ়ীয় কুলীনগণ কত কাল মোহনিদ্রায় অন্ধ হইয়া থাকিবে। কত কাল কৌলীন্য মদপানে দুঃখিনী কুমারী গুলির প্রতি মত্ততা ও জল্লাদবৃর্ত্তি

প্রকাশ করিবে, এখন সৎপথ ধর মঙ্গল হইবে, মঙ্গল হইবে।

THE EAST. DACCA. 1877. VOL. 111.

A STEP TOWARDS SOCIAL PROGRESS.

MOST of our readers are doubtless aware of the very strict rules which the *Kulin* Brahmins of Bengal have to observe in marrying their daughters. The Kulins are divided into a great many *mels* or sections. Of the origin of these *mels* a word or two may not be inappropriate here. Whenever any member of a Kulin family committed a crime or whenever in any such family anything happened which tended to lower its position, that family and those with which it had near blood relations together with those with which they were related by marriage were set apart as one *mel* or clan. As time advanced and their sinfulness increased the Kulins became divided into a great many *mels*. Of these the most prominent are the *Fulia*, the *Kharda*, the *Sarbanandi* and the *Ballabi* mels. At first marriages between members of the different *mels* were allowed. But about ten generations ago Debibar Ghattaka a man of vast learning and great influence prohibited such marriages and thenceforward marriages may only take place between members of the same *mel*. *Mels* were thus made so many *sub-castes*. But this is not all. A

harder restriction was ordained, by which even in the same *mel* only such families might marry with each other as had done so previously. So that a Kulin Brahmin has to select his wife not from his own *mel* in general but only from such families of that *mel* as are already related to his by marital ties. There is again another nicer distinction that is to be observed. A Kulin may not marry his daughter to any member of another family but only to some members of a particular section of that family. To crown this complication of restrictions and exclusions that of *Parjyaya* comes in. This is a nice calculation of the degree of generations, between whom only marriages may take place. So that a Kulin Brahmin of respectable family is bound by social customs to observe the limitation of *mels*, restricted families or *ghars* and restricted degrees or *parjyayas*. If he violates any of these principles he is put to the greatest shame and disgrace among his *fellow Kulins*. There are other minute distinctions observed in the marriage of *Kulins* which we purposely withhold for fear of tiring our readers.

The observation of the *mel*, *ghar* and *parjyaya* has been the cause of all the growing evils that prevail among the Kulins and has so much lowered and degraded their present condition. This baneful system of restriction and exclusion compels girls of 2 or 3 years to marry septuaginists, sans ears, sans eyes, sans teeth and sans all ; and it is owing to this

that old maids of three or four scores have to marry infant husbands of four or five. And yet even then all cannot get married. Marriage, it must be remembered, is a *sine qua non* for Hindu women to attain purity. Thus while owing to the pernicious principles of limitation and prohibition a large number of marriageable women unavoidably pass single lives, others get married by dozens and scores to one and the same husband, to wash away the impurity of an unmarried life. And often are nieces thus made the co-wives of their aunts and sons the brothers-in-law of their fathers.

To remove these evils a movement is being made among the Kulins since the last ten years by one Rasvihari Mukerjea himself a *bhanga* Kulin of great eminence of the *Fulia mel*. His chief object is to bring about intermarriages between all the *mels* as were prevalent before the time of Debibar Ghattak and to do away with the niceties of ghar and parjyaya. Rasvihari has left off all his occupations and has devoted all his energy and time to the accomplishment of his object. To do this he has published several pamphlets and several song-books depicting in glaring words the social evils of this abhorred system. Whereever he goes he makes speeches to convince the people about the propriety of his proposal and sings songs composed by himself to move the people to dislike the present system of Kulinism. Though Rasvihari is not a very

educated man he has yet got natural parts and a poetic head so that we are glad to observe that his pamphlets and songs have succeeded to create a great sensation in the Kulin community and though all the Kulins do not venture to express in clear words their approval of Rasvihari's proposal there is scarcely any one among them, however bigotted he may be, who does not secretly approve of it.

We are very glad to announce that Rasvihari Mukerjea has after considerable struggle and toil succeeded to celebrate intermarriages on his new scheme and three marriages have been celebrated on the 2nd Sravan corresponding with 5th instant, a date which must be remembered with great joy and interest by the Kulin Brahmins of Bengal between the houses of the first two *mels* of the Kulins —we mean the *Fulia* and the *Kharda*. The daughter and son of Rasvihari Mukerjea of the *Fulia mel* have been married to the son and daughter of Hari Mohun Gangoli of the *Kharda mel* and a daughter of the last named Gangoli has been married to a son of Sib Chandra Mukerjea of the *Fulia mel*. In the first two of these marriages there were not only intermarriages between different *paryyas*. It is true that these gentlemen are all *Bhanga Kulins* i. e. not in their pure original state but it must at the same time be observed that since the last ten generations there were no intermarriages between their *mels*. Again these three

gentlemen Sib Chandra, Rasvihari and Hari Mohan are very respectable among the *Bhanga Kulins* of the *Fulia* and the *Kharda mels* whose number is more than half of the whole body of the Kulins. We are sure that a great improvement will be done among the Bhanga Kulins if others would follow their example. We may also notice that proposals are being made of similar intermarriages among the *Naikasyas,* the *Kulins* in their primitive pure state. We must praise these gentlemen for taking lead in this matter notwithstanding the great obstacles and obstructions which were placed in their way. They have shown the way to many who would not have ventured if they had not taken the lead.

We cannot but express our pleasure in noticing that not the least objection was made by orthodox Kulins to attend these marriage parties or to dine with these gentlemen though they ventured to take the lead in such a new matter and everything passed smoothly as if nothing new or uncommon took place ; this shews a marked improvement in the orthodox Kulin society and also bespeaks that the people do approve of Rasvihari's scheme in their heart though some may not like to give vent to their thoughts. At last we must thank those educated and influential gentlemen of our community who have tried their best to further this noble object and to whose endeavour its success is mainly due.

সমাজের উন্নতির সূত্রপাত।

ইষ্ট ঢাকা। নং ৩৩

১৩ আগষ্ট ১৮৭৭। সংখ্যা ১১১

আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে এদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ দিগের কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। কুলীনেরা অনেক মেল অর্থাৎ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণী-বিভাগ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে অসঙ্গত নহে। কোন কুলীন পরি-বারের কোন ব্যক্তি কোন গর্হিত কার্য্য করিলে অর্থাৎ পরিবারমধ্যে যাহাতে মানহানি ও বংশ-মর্য্যাদার লাঘব হইতে পারে এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে ঐ পরিবার এবং তাহাদের ঘনিষ্ট জ্ঞাতি কুটুম্ব গণকে অপরাপর কুলীনেরা এক ভিন্ন মেলে বিভক্ত করিয়া দিত। সমাজে পাপের স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এই ক্ষণ কুলীনেরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই কুলীনদিগের মধ্যে ফুলিয়া

খড়দহ, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মেলে আদান প্রদান কার্য্য হইতে পারিত। প্রায় দশ পুরুষ হইল দেবীবর ঘটক এক জন অতি বিদ্বান ও প্রতাপান্বিত লোক এই প্রকার বিবাহ রহিত করেন। সেই সময় হইতে নিজ নিজ মেলে কন্যা বিবাহ দিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। কেবল ইহা নহে, আর একটি গুরুতর নিয়ম দ্বারা কুলীনেরা আবদ্ধ হইয়াছেন। এইক্ষণ কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে নিজ মেলের সকল পরিবারের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারেন এমত নহে। যে সকল পরি-বারের সহিত পূর্ব্ব হইতে বিবাহ কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কেবল সেই সকল পরিবারের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা আর একটি সূক্ষ্ম নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। কোন কুলীন ব্রাহ্মণ অন্য পরিবারের যে সে পাত্রের সহিত যে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন এমত নহে, ঐ পরিবারের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন! আবার পর্য্যায় নিয়ম

রহিয়াছে। অর্থাৎ পুরুষ গণনা দ্বারা বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য ধার্য্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং সম্মানিত কুলীনেরা সমাজের রীত্যনুসারে বিবাহ সম্বন্ধে মেল, ঘর ও পর্য্যায়ের নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যদি তাহারা ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে সমাজে তাহার অপমান ও লজ্জার সীমা থাকে না। কুলীনত্বের আরও অনেক নিয়ম আছে, কিন্তু পাঠক দিগের বিরক্তি ভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উল্লেখ করিব না।

কুলীনদিগকে মেল, ঘর ও পর্য্যায় প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে বহুবিধ দোষ প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত হীন ও শোচনীয় করিয়াছে। এই সকল গর্হিত নিয়মে ২।৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে দন্ত এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন জরাজীর্ণ ৭০।৮০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত এবং ৭০।৮০বৎসর বয়স্কা কন্যাদিগকে দুগ্ধপোষ্য বালকের সহিত বিবাহ দেওয়া হইতেছে। তথাপি সক-

লের ভাগ্যে বিবাহ সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে হিন্দু স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে পবিত্র হইবার জন্য বিবাহ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয় না। সমাজে পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি প্রচলিত থাকায় অনেক বিবাহের উপযুক্তা কন্যাকে সমস্ত জীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়, অনেকে কেবলমাত্র শুদ্ধ হইবার জন্য পঁচিশজন এক জনকে পতিত্ব স্বীকার করেন। অনেক সময় কুলীনেরা বিমাতার ভ্রাতষ্পুত্রী ও ভগিনীর সপত্নীর কন্যা বিবাহ করে, পুত্র পিতার ভায়রা হইয়া থাকে।

কুলীনসমাজের এই সকল অহিতকর নিয়ম দূর করিবার জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দশ বৎসরাবধি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইনি নিজেও ফুলিয়া মেলের এক জন প্রধান কুলীন। মেল ভঙ্গ করিয়া বিবাহ প্রথা প্রচলন করা ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে ঘর ও পর্য্যায় প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আছে. তাহা রহিত হইয়া, দেবী-

বর ঘটকের পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, এই জন্য ইনি বিশেষ যত্ন করিতেছেন। রাসবিহারী তাহার নিজের সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি সমাজের দুরবস্থা অতি সুস্পষ্ট ও যাহাতে সহজেই লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয় এরূপ ভাষায় বর্ণন করিয়া কয়েক খানা পুস্তিকা ও সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছেন; যখন যেখানে যান, সে স্থানবাসী লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়া তাহার প্রস্তাবের মহত্ত্ব ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেন, এবং কুলীনত্বের উপর ঘৃণা জন্মাইবার জন্য স্বরচিত সঙ্গীত শ্রবণ করান। রাসবিহারী অত্যন্ত শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার পুস্তক ও গানে সুন্দর কবিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং আমরা সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ঐ সকল পুস্তক ও সঙ্গীত দ্বারা কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে মতের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যদিও অনেকে স্পষ্ট করিয়া

রাসবিহারীর প্রস্তাব সমর্থন করিতে সাহস করেন না, তথাপি এইক্ষণ এমন কুসংস্কারাপন্ন কেহই নাই, যিনি গোপনে ইহার ঔচিত্য স্বীকার না করেন।

আমরা অত্যন্ত সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর মেল ভঙ্গ করিয়া কয়েকটি বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। গত ২২শে শ্রাবণ তারিখে, ফুলিয়া খড়দহ মেলের মধ্যে এই সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে এই তারিখটি অত্যন্ত আহ্লাদ ও আগ্রহের সহিত মনে রাখিবে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যা (ফুলিয়া মেল) খড়দহ মেলের হরিমোহন গাঙ্গুলীর কন্যা ও পুত্রের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এবং শেষোক্ত হরিমোহন গাঙ্গুলীর এক কন্যার সহিত ফুলিয়া মেলের শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিবাহ দুইটি যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন মেলে হইয়াছে তাহা নহে, ভিন্ন

ভিন্ন পর্য্যায়েও হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভঙ্গ কুলীন সত্য বটে, কিন্তু দশ পুরুষ যাবৎ ইহাদের মধ্যে কখনও মেল ভঙ্গ হইয়া বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ ইহারা ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের মধ্যে প্রধান ও সম্মানিত। অন্যান্য ভঙ্গ কুলীনেরাও যদি ইহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন তবে যে কুলীন সমাজের অনেক উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নৈকষ্য কুলীনদিগের মধ্যেও এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে। যে সকল লোকেরা অনেক বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও এই বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করি। তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিয়া অনেককে উৎসাহিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

এই সকল বিবাহে সমুদয় গোঁড়া কুলীন উপস্থিত ছিলেন এবং যাহারা এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাদের সহিত পান ভোজন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই এই সংবাদ শুনিয়া আমরা আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাতে কুলীন

সমাজে যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে এবং কুলীনদিগের মধ্যে যদিও অনেকে সাহস পূর্ব্বক মেল ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দিতেছেন না তথাপি সকলেই যে অন্তঃকরণের সহিত রাসবিহারীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখা যাইতেছে। অবশেষে আমাদের সমাজের যে সকল শিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং যাঁহাদের যত্নে ও সাহায্যে রাসবিহারী এই প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ করি।

"নির্ব্বিবাদে আমার কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে, প্রধানবংশীয় অনেকানেক নৈকষ্য ও ভঙ্গ কুলীন মহাশয়েরা আমার নিকট এইরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাদিগের কথায় সন্দেহ করিয়া কুলীনদিগের নাম স্বাক্ষর করিবার মানসে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র খান উত্থাপন করিলাম।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

নানানিষ্টকরঃ কুলীননিচয়ে মেলো মহাবন্ধক-
স্তস্মাত্তৎপরিবর্জ্জনং কুলবিধাবাবশ্যকং যত্নতঃ।
অস্মাদ্রাসবিহারিযত্নজবিধৌ সর্ব্বে বয়ং সম্মতা-
স্তৎকার্য্যাচরণে নিবদ্ধশপথাঃ কুর্ম্মো মুদা স্বাক্ষরম্॥

কুলীনদিগের মধ্যে যে মেল বন্ধন প্রথা বর্ত্তমান আছে তাহাতে নানা অনিষ্ট ঘটে, তদ্ধেতু কুলবিধিতে যত্নক্রমে তাহার পরিবর্জ্জন আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য আমরা রাসবিহারীর যত্নজনিত বিধিতে সকলে সম্মত ও ঐরূপ কার্য্যাচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে নাম স্বাক্ষর করিলাম।

আমি এই প্রতিজ্ঞাপত্র উত্থাপন করিলে বহুবিধ ভঙ্গ কুলীন ও নৈকষ্য কুলীন মহাশয়েরা আহ্লাদিত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। আর অতি অল্পকাল মধ্যেই অনেকানেক কুলীন মহাশয়েরা ঘর ও পর্য্যায় ভঙ্গ এবং ১২ জন নৈকষ্য এবং ৩০ জন ভঙ্গ কুলীন মেল ভঙ্গ করিয়া অকৃতদার পাত্রে কন্যা প্রদান করিলেন।

আমি যে কেবল কুলীনদিগের মেল ভঙ্গের নিমিত্তই অসাধারণ পর্য্যটন ও পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এমত নহে। যাহাতে শ্রোত্রিয়, বংশজ মহাশয়দের সমাজ হইতে কন্যাপণ উঠিয়া যায় এজন্যও আমার সবিশেষ চেষ্টা ছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রোত্রিয়, বংশজ মহাশয়দিগের এরূপ নিয়ম ছিল যে, তাহারা সকলে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া তুল্য প্রতিযোগী মতে আদান প্রদান করিলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতেন। এজন্য ইহাদের সমাজে কন্যাপণের কুপ্রথা প্রচলিত হয়, ঐ কুসংস্কার সংশোধনের নিমিত্ত আমি নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে সমুদয় শ্রোত্রিয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়াছিলাম।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

রাঢ়ীয়শ্রেণী কুলীন মহাশয়দিগের মেল ও পর্য্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা শ্রোত্রিয়গণ, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কুলীন মহাশয়েরা মেল ও পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্ববৎ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিলে

আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানি জ্ঞান করিব না। যেহেতু আমরা কৌলীন্যগ্রন্থে স্পষ্ট জানিতেছি যে তাহা দেবীবরের কৃত নানা অনিষ্টকর আধুনিক প্রথা। সুতরাং উহা ত্যাগ করিলে কুলীনদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদার হানি কোনও মতেই হয় না। অতএব আমরা যার পর নাই আহ্লাদের সহিত ইহাতে সম্মত আছি। আর যাহারা মেল, পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারী মতে আদান প্রদান করিবেন, তৎসন্তানদিগের নিকট আমরা চিরপ্রসিদ্ধ প্রথামতে গণ, পণ দিয়া কন্যা প্রদান করিব।

২। আমাদের পূর্ব্ববৎ পরস্পর আদান প্রদান না থাকায় বংশাভাব এবং অনেকে বিজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিমান নাশ করিতেছেন, তৎপ্রযুক্ত আমরা এই বিধান করিতেছি যে, আমাদের তুল্যপ্রতিযোগী মতে আদান প্রদান করিলে কাহারও কোন মানের হানি হইবেক না।

৩। আমরা মন্বাদি শাস্ত্রমতে বন্ধ্যাদি কারণ ব্যতীত কৃতদার পাত্রে কন্যা প্রদান করিব না।

আমরা সকলেই উপরি উক্ত বিবরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পত্রিকায় নাম স্বাক্ষর করিলাম।

আমি এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইলাম। এবং অচির কাল মধ্যেই ৮ জন প্রধান শ্রোত্রিয় ও ৫০ জন সদ্বংশজ দ্বারা প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করাইলে, হিন্দুহিতৈষিণী ও ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয়েরা ও তাঁহাদিগের সংবাদ দাতাগণ যে সকল পত্রিকায় আমার কৃতকার্য্যতার পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খণ্ড কাগজের বিবরণ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

১২৮৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা

হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকানগরী হইতে

প্রকাশিত।

কৌলীন্য মেল ভঙ্গ।

অল্প কিয়দ্দিন পরে বঙ্গীয় কুলীন সমাজের পুনর্ব্বার শুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে। নিম্ন-

লিখিত ঘটনাগুলি দর্শনে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সুখসূর্য্য ১২৮৪ সনের ২২শে শ্রাবণে উদিত হইয়া এ দেশীয় কুলীন সমাজের দেবীবরপরিপোষিত মেলবন্ধনজনিত অনিষ্টকর তমসজাল বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই অক্ষুণ্ন বিভাবলে অদ্য আমাদের শুভদিনের আবির্ভাব হইল। আমরা নিম্নপ্রকাশিত ঘটনাবলী দেখিয়া আহ্লাদে, হর্ষে, বিস্ময়ে, যুগপৎ অভিভূত হইয়াছি। বস্তুতঃ ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শনে সুবিখ্যাত সমাজসংস্কা-রক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অসীম সাহসিকতা, অদ্বিতীয় কষ্টসহিষ্ণুতা, অপরিমিত পরিশ্রমকারিতা, ও অবিচলিত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই মহানুভব যদি ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, কি ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটের তুল্য কোন সুসভ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পরদুঃখ বিমোচনে এবং সমাজ সংস্করণে তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেন, তবে ইঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জাতীয় ইতি-

হাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইত। কিন্তু এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রকৃতগুণের প্রশংসা নাই, বলিয়াই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এখনও আপন উদর নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। ইতিহাস পাঠে অনেক ধর্ম্ম সংস্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তুল্য সমাজ সংস্কারক লোকের নাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তথাপি ইনি বঙ্গীয় সমাজের সম্যকরূপ মহানুভূতি প্রাপ্তি হইতে পারেন নাই। অতএব হে উৎসাহহীন বঙ্গীয় সমাজ! তোমরা আর কতকাল মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে। একবার চক্ষু উন্মি-লন করিয়া গুণিজনের গুণের আদর করিতে অভ্যাস কর। আর প্রস্তাবনায় পটুতা দেখাইয়া কার্য্যকালে পশ্চাৎপাদ হইও না। আমরা নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি আহ্লাদ সহকারে সাধা-রণের গোচর করিতেছি। প্রথমতঃ বিগত ৫ই ফাল্গুন সর্ব্বানন্দী মেলীয় নৌকষ্য কুলীন কোলা-নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ফুলীয়ামেলস্থ নৈকষ্য কুলীন কুকুটিয়া-

নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট প্রদত্তা হইয়াছে। উক্ত বিবাহ সভায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘটকসিংহ ও শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কুলাচার্য্যবর্গ উপস্থিত থাকিয়া কবিতা পাঠ ও কুলকীর্ত্তন ঘটিত সভোচিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮ই ফাল্গুন ব্রজযোগিনীনিবাসী পোষিলালবংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত তন্ত্রগ্রামনিবাসী মাশ্চটকবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র কন্যার পরস্পর আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ-সভাতেও প্রধান প্রধান কুলাচার্য্য বর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমরা একান্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে এই সভাতে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য মাশ্চটক ও পোষিলালবংশীয় মহাশয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল কুলীন মেল ও পর্য্যায়ানুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিবেন, রজস্বলা কন্যাগণকে অদত্তা রাখিবেন,

আমরা সেই সকল কুলীনে কন্যাপ্রদান করিব না। যদি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ মতাবলম্বী কুলীন সন্তান পাইতে পারি, তবে সেই সকল সৎপাত্রে আমাদের স্ব স্ব কন্যা প্রদানে বিশেষ যত্ন করিব; নচেৎ সৎ পাত্রা-ভাবে তুল্য তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি উক্ত শ্রোত্রিয় মহাশয়দিগের অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে অচির কাল মধ্যেই শ্রোত্রিয়দিগের সমাজ হইতে কন্যাপণ উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ ২৩শে ফাল্গুন মাইজপাড়ানিবাসী বল্লভীমেলীয় বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত খড়দহমেলস্থ বাঘিয়ার গাঙ্গুলী ৺ রমাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশসম্ভূত সিংহপাড়ানিবাসী শ্রীযুত জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কন্যা এবং ফুলিয়া মেলের ৺ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান হাসারানিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

পুত্র ও পৌত্রীর সহিত পরস্পর এক যোগে তিন মেলে আদান প্রদান অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত কালীনাথ কবিসাগর শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর ও শ্রীযুত ব্রজনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কুলাচার্য্যাগ্রগণ্য মহোদয়গণ ও বিক্রমপুর, দক্ষিণবিক্রমপুর এবং বাকলা প্রভৃতি সমুদয় স্থানের ঘটকগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ ও রীতিমত বক্তৃতা করিয়া আট আনা সহস্রারে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিযা সভাভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে উপরি উক্ত কার্য্যগুলি একমাত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে অক্ষুণ্ণভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, যাঁহারা মনে

মনে, রাসবিহারী বাবুর বিশুদ্ধ মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কার্য্য দ্বারা স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শিক্ষিত সমাজের ধন্যবাদার্হ হইতে যত্ন করুন।

১২৮৬ সনের ৩৯ সংখ্যা ঢাকাপ্রকাশ।

রাসবিহারীর পরিশ্রমের ফল।

কালের কি অচিন্তনীয় শক্তি। কালের কি চমৎকার স্রোতঃ। কালের গতিতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কাল স্রোতঃ কুলাল-চক্রের ন্যায় লোকের অদৃষ্টনেমি বিঘূর্ণিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে। আজ এত দিনের পর রাসবিহারীর অদৃষ্টচক্র প্রকৃতস্থ হইয়া সকল প্রসাদোপযোগী হইয়া উঠিল। নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী যেমন ঐরাবত প্রহরণে সহস্র গুণ বেগ ধারণ করিয়াছিল। রাসবিহারীর সরসি সদৃশ বিশুদ্ধ মতও শত শত বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রবল বেগ ধারণ করিয়া অপ্রীতিহত প্রভাবে সুবিস্তীর্ণ বঙ্গক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। একে নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী সদৃশ বিশুদ্ধ মত, তাহাতে আবার

১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার জোয়ার, ইহাতে উহা যে অতিশয় বেগ বিশিষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণচন্দ্র শুভ ক্ষণে সমুদিত হইয়া সুনির্ম্মল কিরণ-জাল বিকীর্ণ করতঃ ১১ পুরুষ যাবৎ প্রবাহিত দেবীবরীয় মেলজনিত ধ্বান্তধারা একবারে দূরীভূত করিয়াছে। আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি যে, খড়দহমেলীয় সর্ব্বাগ্রগণ্য ৺ রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশসম্ভূত দোহারনিবাসী নৈকষ্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত সর্ব্বানন্দী মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন, রোষদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বহু যত্নের আশালতা ফলবতী করিয়াছে। সম্পদ সম্পদের বিপদ বিপদের অনুসরণ করে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কয়েক দিন গত না হইতে হইতেই রাসবিহারীর আশালতা আর একটি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে। বিগত ২৪ শে অগ্রহায়ণ

খড়দহমেলীয় ৺ রামজীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫ম বংশধর সাহাবাজনগরনিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত ফুলিয়ামেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান তিন পুরুষ ভঙ্গ বিবন্দিনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণয় বিধি পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। যাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা রাসবিহারী বাবুর পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, যত্ন, একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। পরন্তু রাসবিহারীর ১৯ বৎসরের পরিশ্রম যে অধুনা ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমাদের ইহাও সম্পূর্ণ রূপ আশা হইতেছে যে, রাসবিহারী আর কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে রাজা ভগীরথের ন্যায় ইনিও দেবীবরাভিশাপে অভিশপ্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

১২৮৬ সনের ৪৭সংখ্যা ঢাকাপ্রকাশ।

যমবরার বিবাহ।

অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে বিগত ২৬শে মাঘ তন্ত্রগ্রামনিবাসী রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান নৈকষ্য কুলীন শ্রীযুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কোণ্ডাগ্রামনিবাসী ৺ রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান নৈকষ্য কুলীন ৺ ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত বিবাহ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। বিবাহসভায় কোণ্ডানিবাসী শ্রীযুত জয়চন্দ্র মজুম্‌দার ও শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামস্থ সমুদয় ও শ্রোত্রিয় কুলীন মহোদয়গণ কোলানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইয়া আহ্লাদ সহকারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎপরে সভ্যমহোদয়গন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও সংগীত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সহস্র

ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে সমধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, কন্যাটি যমবরাই ছিলেন, রাসবিহারীর বহু যত্নে ৩০ বৎসর বয়সাতীতে গৃহশূন্য পতির গৃহিণী হইয়া সুখিনী হইলেন। কন্যার সর্ব্বাগ্রজ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবাহে যার পর নাই বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মথুরা-মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কন্যার অপর ভ্রাতৃত্রয় রাসবিহারীর মতে একমত হইয়া এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এজন্য উক্ত গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয়দিগকে আমরা অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এক্ষণে রাসবিহারীর মতানু-যায়ী ভিন্ন কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। অচির কাল মধ্যেই যে রাসবিহারী সম্পূর্ণরূপ কৃত-কার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে কোলাগ্রামনিবাসিনী কয়েকটি কুলীন কন্যারা যে রাসবিহারীর সম্বন্ধে একটি সংগীত রচনা করিয়া অনবরত গান করিতেছে তাহা আমরা আহ্লাদ সহকারে এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আয় লো আয় দেখি যেয়ে ঐ এল সে রাসবিহারী। (এ যে) রাসবিহারী রূপে এল গোকুলের সেই রাসবিহারী॥ মরি কি ভঙ্গি বাঁকা, কথা কি মধুমাখা, ইচ্ছা হয় শ্রবণ করি শ্রবণ ভরি ; (এ যে) কলির কলুষনাশিতে কুলীনকুলে অবতরি ॥

ব্যভিচার নিবারিতে, লাঠি আর খোলে হাতে, নিয়েছেন বংশীধারী বংশী ছাড়ি, (উঁহার) দ্বাপরে সাইট হাজার ছিল, অপরে চোদ্দটি নারী ॥

লোকের সব কষ্ট হেরি, কতই বা কষ্ট করি, উপদেশ দিয়ে বেড়ান বাড়ী বাড়ী (ওঁরে) মান্য লোকে মান্য করে বাতুলে করে চাতুরী।

আমাদের পুণ্যফলে, বিহারী উদয় হলে, একথা বলে সরলা সুন্দরী (ও যে) বহুবিয়ে উঠাইল, নিজে বহু বিয়ে করি ॥

এক দিবস কোন গ্রামের কয়েক জন কুলীন কন্যা আমাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ! আমরা একটি গানের

ধুয়া প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয় বিবাহে গান করিয়া থাকি। কিন্তু পদ জুটাইতে পারি না। আপনি দুটি পদ প্রস্তুত করিয়া দিবেন? আমি বলিলাম, ধুয়াটি কি? তাঁহারা বলিলেন ধুয়াটি এই

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী,
তবে সুখে রবে কুলীনকুমারী।

আমি ধুয়াটি শুনিয়া বলিলাম, ইহার সুর কি? সুর না জানিতে পারিলে ত পদ প্রস্তুত করা যায় না। তাহারা এই কথা শুনিয়া লজ্জাতে কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এক জন অন্য জনের প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন, এখন উপায় কি? ইনি সুর না জানিতে পারিলে কিরূপে পদ প্রস্তুত করিবেন। অমিও হাস্য করিয়া বলিলাম, আপনাদের গান করিয়া আমাকে সুর শুনাইতে হইবে না, যে গানের সুরে ধুয়াটি রচনা করিয়াছেন, সেই গানটি আমার নিকট বলুন। আমার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন আর বলিলেন।

কত কাল পরে বল ভারত রে।
দুঃখসাগর সাঁতারে পার হবে।

আমরা এই গানের সুরে ধুয়াটি রচনা করিয়াছি। আমি বলিলাম এক্ষণে আপনাদের আর কিছুই বলিতে হইবে না। এই সুর আমি অবগত আছি।

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী,
তবে সুখে রবে কুলীনকুমারী।

বাড়ি ঘর ত্যজে, সমাজে সমাজে, একা যে এ কাজে করে দৌড়াদৌড়ী। উপবাস রয়ে, উপহাস সয়ে, উপদেশ দিয়ে, ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

আমি পদ দুটি প্রস্তুত করিবার পর কুলীন-কন্যাগণ বলিলেন মুখপাধ্যায় মহাশয়! আপনি এই গানটি সুর সহিত শুনাইলে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। তখন আমি সুর করিয়া ঐ গানটি করিলে তাহারা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কালী, কলম, কাগজ আনিয়া, লিখাইয়া লইলেন। আমি ঐ দিবস ঐ পাড়ার কয়েকটি কন্যাকে না দেখিয়া তাহাদের নাম

উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম অন্ত তাঁহারা কোথায়? তখন কয়েকটি কুলীনকন্যা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, তাহারা এক্ষণ নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াছে। এ পর্য্যন্ত গ্রামস্থ লোকদিগের বাড়ীতে কাজ করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণ আর কোন রূপেই চলে না। দুই দিবস হইল কিছুই ঘটে না, অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাটি অনাহারে অচেতনা হইয়া মৃত-প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া উহাদের সমভিব্যাহারে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বালিকাটি মৃতবৎ, স্ত্রীগুলি অন্নাভাবে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট, উহাদের অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়, আমি কোনও মতেই অশ্রুপাত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কয় দিবস অনাহারে আছ? আর বালিকাটি বা কয় দিবসের অনাহারে অচেতনা হইয়াছে? তখন একটি স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা দুই দিবস কিছুই আহার করি না, বালিকাটি কল্য

প্রাতে কিছু জল ভাত খাইয়াছিল, তৎপরে আর কিছুই খায় নাই। প্রতিবাসিনী কুলীন-কন্যারা আমার নিকট ইহাও বলিলেন যে, গত কল্য ইহাদের স্বামী মুখোপাধ্যায়ও আসিয়া, ইহাদিগের নিকট কিছু চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইলেন না বলিয়া তখনই চলিয়া গেছেন। আমি এই কথা শুনিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, আমার সঙ্গে একটি টাকা ছিল, আমি ঐ টাকাটি উহাদিগকে দিয়া বলিলাম, তোমরা শীঘ্র আহারের উদ্যোগ কর। তাহারা ঐ টাকাটি লইয়া তাহার উদ্যোগে গমন করিল, আমি প্রতিবাসীর বাড়ী হইতে কিছু অন্ন আনাইয়া জলের সহিত মিলিত করিয়া সাবধান পূর্ব্বক বালিকাটির মুখে দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তৎপরে একটি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইলাম, প্রায় এক ঘণ্টার পর বালিকাটির চেতনা হইল, আমি ঐ সময়েই এই গানটি রচনা করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলাম।

কি হলে কি হবে ভবরাণী ভবে এই সুর।

বিয়ে করার করে, পড়ে কর্ম্মফেরে, যে দুঃখ অন্তরে, বলিব বা কারে। মোরা যে দুঃখেতে ভাসি, দেখে প্রতিবাসী, কাঁদি দিবা নিশি, সদা নয়ন ঝরে॥

পিতা মাতা পতি, নারীর তিনটি কুল, কুল কুল করে সকলি ব্যাকুল, হায় হায় মোদের যায় জাতি কুল, ডুবিল ত্রিকুল অকূল সাগরে।

বিয়ে করা পতির বহু পরিণয়, না জানি সে কার দাস হয়ে রয়, আছি কি মরেছি, কেবা তত্ত্ব লয়, সব শূন্যময় দেখি এ সংসারে।

কপালে ছিল না, পতির গৃহবাস, সে আশায় বিধি করেছে নিরাস, হায় হায় করে কত উপবাস, (এখন) জীবনে নিরাস হলেম অনাহারে॥

অনাহারে মরি খেদ নাহি তায়, অবোধ ছেলে মেয়ে, গড়াগড়ী যায়, হায় হায় হায় কি করি উপায়, এ দুঃখ এ মায় সহিতে কি পারে।

ঘরে পরে যার নাহি অন্ন জল, দাবানল

জ্বলিনি জঠর অনল, মনে করি মোদের মরণ মঙ্গল, জীবনে কি ফল বৃথা এ সংসারে।

(ইথে) পতি এসে বলে আমায় কিছু দাও, বহু দিন তুমি কিছু নাহি দাও, দাও দাও দাও যা থাকে তা দাও (কেবল) দাও দাও বলেই চলে যান ঘরে।

নিরাশ্রয় পেয়ে নষ্ট লোক যত, কলে বলে ছলে করে অনুগত, নাহি কোন পথ, কিসের রত মত, জাতি মান যত, দিলাম যারে তারে।

(মরা) দেবীবর করে কন্যাগত কুল, সবংশে নির্ব্বংশে হয়েছে নির্ম্মূল, হায় বিধি হয়ে এতই প্রতিকূল, অকূলে ডুবালে কত অবলারে।

এক দিবস এক জন বহুবিবাহকারী কুলীন আমাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়? ২০ বৎসর পরে আমি একটি শ্বশুর বাড়ী গিয়া ভারি বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমি বলিলাম, কি বিপদে পড়িয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, বাড়ীর সম্মুখে আমার ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো! বিশ্বনাথ

বাড়ুড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে কোন্ পথে যাব। আমি প্রায় ২০ বৎসর হইল, একবার সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, যাহাদিগকে বালক বালিকা দেখিয়া গিয়াছিলাম, বোধ হয় এখন তাহারদিগেরও বালক বালিকা জন্মিয়া থাকিবেক। আমার স্মরণ হয় যেন এই বাড়ীখানার মত, সেই বাড়ীখানারও উত্তরদিগে এক খান সুপারি বাগান ছিল। তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন সেই বাড়ীতে আপনার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম আমি তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছি। তিনি আমার এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণবদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎবেগে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে সবিশেষ পরিচয় পাইয়া লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তিনি এই কথা বলিলে আমি তখনই একটি গান রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম, সেই গানটি এই।—

রাগিণী বসন্ত তাল জৎ।

বহু দিন পরে এসেছি চিনি না। শ্বশুর-

বাড়ী, কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ বাড়ুড়ীর বাড়ী।

যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হল ছেলে পিলে, বিয়ে করে গেলেম্ ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি॥

বাড়ী ঘর তাঁর নাহি চিনি (কেবল) শ্বশুরের নামটি জানি, উত্তরেতে বাগানখানি সুপারি সব সারি সারি॥

দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখ্‌তে নারি। তুমি যারে মা বলিলে. সে বটে তোমারি নারী॥

এক দিবস এক জন শতাধিক বিবাহকারী কুলীনকে আমার প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত আমি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমাকে কটু বলিলেন, আমি তথাকার বর্ত্তমান মহাশয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, দেখুন মহাশয়, ইনি বহুবিবাহ করিয়া যে সুখে আছেন, সে সুখ পরিত্যাগ

করিয়া কি আমার বহুবিবাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞাপত্রে নামাক্ষর করিতে পারেন? ইনি কি সুখে আছেন শ্রবণ করুন। এই বলিয়া আমি তাঁহার কোন শ্বশুর বাড়ীর একটি ঘটনা উপলক্ষে তখনই যে একটি গান রচনা করিলাম সেই গানটি এই।—

বাউলের সুর তাল খেমটা।

সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়। বল্লালের জমীদারীর তশিলদারী দেয় আমায়॥

(দেশ) চারি কুড়ি ঘর সতিন প্রজা আছে আমার পরগণায়, (ভোলা মন মন রে) তাতে ঘাটে পথে বাজে লোকে কত বাজে জমা করে যায়।

(আবার) মপস্বলে কোন আম্‌লা যদি বা আম্‌লা বাধায়, (ভোলা মন মন রে) প্রজার ভাই আসিয়ে পায় ধরিয়ে, দিয়ে বারবরদারী নিয়ে যায়॥

আমি সুরের সহিত এই গানটি করিলে, সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন,

আমিও ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বাগ্রগণ্য ৺ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রপৌত্র শ্রীমান্ রাধা-মাধব মুখোপাধ্যায় যে আমার পর্য্যটন ও পরিশ্রমের পর্য্যালোচনা করিয়া ১২৮৪ সনের ১১ সংখ্যক ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকায় একটি পদ্যময় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি আহ্লাদ সহকারে এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

ঢাকাপ্রকাশ।

কালীপাড়া জ্ঞানদায়িনী সভায় পঠিত।

ধন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ধন্য ধন্য অসামান্য শকতি তোমার।
তব সম বাঙ্গালায় আছে কয় জন।
দেশের মঙ্গল হেতু নিয়ত যাহার।
ভুজ, পদ, মন, প্রাণ, আনন, নয়ন
ধনহীন নিরাশ্রয় কুলীন ব্রাহ্মণ।
কত কষ্টে পালিতেছ আত্ম পরিবার।

তথাপি স্বদেশ হিতে তব প্রাণপণ ॥
দেশের কুপ্রথা নাশ প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
দিবানিশি গ্রামে গ্রামে করেছ ভ্রমণ।
তব পদদ্বয় তবু ক্লান্ত হয় নাই।
করিবারে সকলের চিত্ত আকর্ষণ ॥
বলেছ কাহারে মিতা কারে দাদা ভাই ॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ যখন যাহারে।
পথে ঘাটে মাঠে যথা করেছ দর্শন ॥
উপদেশ বাক্য কত বুঝায়েছ তারে ॥
করিবারে সমাজের কুরীতি শোধন ॥
বক্তৃতা করেছ কত সভায় সভায়।
কত জনে কত মন্দ বলেছে তোমারে।
াঃ ধৈর্য্য ধরি অপমান ঠেলিয়াছ পায় ॥
ায় শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
(. ক দিন কালীপাড়া জমীদার বাড়ি।
মূলাক্রগণ সনে ঘোর বাক্‌যুদ্ধ করে।
াই . ছ করে ছিলে কত বিদ্রূপ চাতুরী ॥
নয়েন্দ্রশুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
অনশনে কত নিশি করেছ যাপন।
ভ্যিগ .ড়িয়ে রয়েছ একা কারো বহির্দ্বারে।

সহিয়াছ পিপীলিকা মশক দংশন ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
এক কুলোদ্ভব তব বান্ধব স্বজন।
তব পিতৃব্যের চেষ্টা মারিতে তোমারে।
মরণের ভয় তব ছিল না কখন ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
কেহ বলিয়াছে তব মুড়াইয়ে মাথা।
এখনি ঢালিব ঘোল দেখি কে কি করে।
তাহাতেও গণ নাই কিছুমাত্র ব্যথা ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
কেহ বা বলেছে ওর অস্থি গুঁড়াইব।
রাখিব সমাজে ওরে একঘরে করে।
কত ক্লেশ সহিয়াছ কত বা লিখিব ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
দুর্দ্দান্ত ঘটককুল সময় সময়।
বলিয়াছে ওর প্রাণ লব কিল চড়ে।
কর নাই তাতে তুমি অণুমাত্র ভয় ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
ক্রোধভরে বলিয়াছে কখন কখন।
যো পেলেই বলি দিব দুষ্ট অসুরেরে।

বলিয়াছ দেশ হিতে যায় যাবে প্রাণ ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
কখন বলেছে ওর কাট নাক কান।
দৃঢ়রূপে বাঁধ ওর দ্বিপদ দ্বিকরে।
সয়েছ কটূক্তি সব হইয়ে পাষাণ ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
পাগল বলিয়া লোকে দেখিলে তোমায়।
দূর হও দূর হও দূর হও করে।
তাড়ায়েছে কিছু ক্লেশ ভাব নাই তায় ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
দুর্ব্বল তোমার পক্ষ বিহীন সহায়।
একাকী যুঝেছ ঘোর সমাজ সমরে।
তিলেক বিমুখ তবু দেখিনি তোমায় ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥
অদ্ভুত জিগীষা তব অদ্ভুত সাহস।
অসামান্য রিপু দলে ভীষণ সমরে।
আক্রান্ত বীরের ন্যায় করিলে স্ববশ ॥
নিং এক যষ্ঠি আর থলি লয়ে করে ॥
ম ক্রমে তব পক্ষে এসেছে সকল।
দভ. র প্রধান মানী শ্রোত্রিয় কুলীন।

অচিরে বাসনা তব হইবে সফল ॥
যোগ্য পাত্রে অনাদর থাকে কয় দিন ॥
গাইবে সকল লোকে তোমার সুকৃতি
নিশ্চয় হইবে ভ্রাতঃ সিদ্ধ মনস্কাম।
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ সংসারের রীতি ॥
অক্ষয় হইবে তব রাসবিহারী নাম ॥

শ্রীরাধামাধব মুখোপাধ্য
নিঃ তারপাশা।
কালীপোড়া ইংরাজি ইস্কুলের ছ

সম্পূর্ণ

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAY
AT THE SANSKRIT PRESS. 62 AMHERST STREET, 18